জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বরাদ্দ বাড়াতে

কেন্দ্র ও রাজ্যের ট্যাক্স-সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ। বরাদ্দ বাড়াতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর এবার তিন বিজেপি রাজ্য গুজরাত, হরিয়ানা ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীদেরও

ঊর্ধ্বমুখী পারদ

হালকা কুয়াশা হলেও ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। জোড়া ঘূর্ণাবর্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে বাংলায়

রেশনে চালের মান বাড়াতে বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে ইঞ্জিনের ধাক্কা, আহত দুই শিশু-সহ ৬

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৬৬ ● ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ২৯ মাঘ ১৪৩১ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 266 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 12 FEBRUARY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়ে নার্সিংহোমে

বেআইনি প্র্যাকটিস, তলব ১৯ ডাক্তারকে

প্রতিবেদন : কোনও বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করবেন না! এই ভাষাতেই মুচলেকা দিয়ে সরকারের থেকে নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়েছিলেন ডাক্তাররা। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক হয়েও বেআইনিভাবে চুটিয়ে প্রাইভেটে প্র্যাকটিস করেছেন বেসরকারি নার্সিংহোমে। আউটডোরে ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে চিকিৎসা করার অভিযোগে কাঠগড়ায় ১৯ চিকিৎসক! তালিকা ধরে-ধরে সেই চিকিৎসকদের এবার ডেকে পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। আজ ১২ ফেব্রুয়ারি ১০ জনকে ও ২০ ফেব্রুয়ারি বাকিদের অর্থাৎ মোট ১৯ জনকে সশরীরে তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অভিযুক্ত উনিশ চিকিৎসকের নামের তালিকাও প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। তালিকায় দেখা গিয়েছে, অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই ক্লাস ওয়ান গেজেটেড পদমর্যাদার স্বাস্থ্য আধিকারিক! ১৯ জনের মধ্যে ১৭ জন মেডিক্যাল অফিসার, একজন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং একজন সিনিয়র রেসিডেন্ট। চিকিৎসকদের কর্মবিরতির সময় এঁরা প্রতিবাদের নামে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা চুলোয় পাঠিয়ে প্রাইভেটে প্র্যাকটিস করেছেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে! তালিকায় রয়েছেন তাম্রলিপ্ত (এরপর ১০ পাতায়)

এনআরএসের ইন্টারনেটে কড়া বিধি-নিষেধ চালু কর্তৃপক্ষের

প্রতিবেদন : হাসপাতালে 'অন ডিউটি' চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মোবাইল ফোনের ব্যবহারে রাশ টানতে আরও কড়া পদক্ষেপ নিল কর্তৃপক্ষ। এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আর যথেচ্ছভাবে 'ফ্রি ওয়াইফাই' ব্যবহার করা যাবে না। কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে ব্লক করে দিল ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব-সহ সবরকম সোশ্যাল মিডিয়া সাইট। ব্লক করা হল প্রাপ্তবয়স্কদের ওয়েবসাইট, বাণিজ্যিক ওয়েবসাইট, সিনেমা-ওয়েব সিরিজের সাইট, নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম, হটস্টার! এমনকী জোম্যাটো, সুইগি, ব্লিঙ্কিটের মতো ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলিও ব্লক করা হয়েছে। এনআরএসে নতুন করে ইন্টারনেটের ফায়ারওয়াল সিস্টেম বসানো হচ্ছে। (এরপর ১০ পাতায়)

বিধানসভায় আজ পেশ রাজ্য বাজেট

প্রতিবেদন : আজ, বুধবার বিধানসভায় পেশ হবে রাজ্য বাজেট। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিকেল ৪টেয় বাজেট পেশ করবেন। তার আগে ৩.৪৫টায় বিধানসভাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে হবে মন্ত্রিসভার বৈঠক। রীতিমাফিক এই বৈঠকেই পাশ করানো হবে রাজ্য বাজেট। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা মাটি মানুষের সরকারের এটিই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আগামী বছর নির্বাচনের আগে শুধু ভোট অন অ্যাকাউন্ট হবে। রাজ্য বাজেটকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা রয়েছে বিধানসভা চত্বরে। বিধানসভার ভিতরে 'স্ট্রং রুমে' মঙ্গলবার রাতে বাজেট বই এনে রাখা হয়েছে। বাইরে দেওয়া হয়েছে পুলিশি প্রহরা। আজ অধিবেশন শুরুর মুহূর্তে বিধায়কদের বাজেট বই দেওয়া হবে। রাজ্য বাজেট নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁদের সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে কীভাবে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তোলা যায়। (এরপর ১০ পাতায়)

অঙ্গনওয়াড়িতে রান্না এবার এলপিজিতে

প্রতিবেদন : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নায় শুধুমাত্র এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করা যাবে। সম্প্রতি বালুরঘাটে এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাঠের উনুন থেকে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনার পর রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, নিজস্ব রান্নাঘর আছে এমন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে প্রথমে কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যে এরকম ৮১ হাজার ৩২১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে, যেখানে এলপিজি কানেকশন দিতে মোট খরচ হবে ৩৭ কোটি ৮১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫০ টাকা। বর্তমানে রাজ্যের অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই এলপিজি কানেকশন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরেই গোটা রাজ্যে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই এলপিজি কানেকশনের কাজ শেষ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ৭ ফেব্রুয়ারি, বালুরঘাট রুরাল এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি (এরপর ১০ পাতায়)

বিশ্বরেকর্ড, একদিনে ৩৪ গলব্লাডার অপারেশন

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্য পরিষেবায় দেশের মধ্যেই শুধু নয়, সারা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল। একদিনে ৩৪ জনের মাইক্রোসার্জারি করে গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করা হল এই হাসপাতালে। যা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। বিশ্বের কোনও হাসপাতালে একদিনে এতজনের অস্ত্রোপচার করে গলব্লাডারের পাথর বের করা হয়নি। সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু করে টানা বিকেল ৩টে পর্যন্ত একসঙ্গে ৬টি ওটি'তে অস্ত্রোপচার করছেন বিশেষজ্ঞ সার্জেনরা। চলতি সপ্তাহের সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জনের মাইক্রো সাজারি করে গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করা হবে। জানা গেছে, সোমবার ৩৪ জনের, মঙ্গলবার ৩০ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। ৩৪ জনের মধ্যে ৩২ জনকে এদিন ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। আজ, বুধবার ৪০ জনের এই অপারেশন করা হবে। এসএসকেএম হাসপাতালের সাজারি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ সিরাজ আহমেদ জানান, একসঙ্গে একদিনে কোনও হাসপাতালে ৩৪ জনের গলব্লাডার স্টোন অপারেশন বিশ্বরেকর্ড। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের কোনও হাসপাতালেই এই রেকর্ড নেই। এর পুরো কৃতিত্বই রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের। আমাদের এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়ে সপ্তাহব্যাপী (এরপর ১০ পাতায়)

এসএসকেএম

হাসপাতালে চলছে অস্ত্রোপচার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সিঙ্গুরের শ্মশান

আমি জমি দিতে রাজি হইনি
তাই আমার মৃত্যুর পরেও
আমার মৃতদেহটা গ্রামের শ্মশানে
নিয়ে যেতে দিলে না।
শ্মশানটাকেও দখল করলে।।
শ্মশানটাকেও প্রাচীর দিয়ে
ঢেকে দিলে কেন?
এতো দামি যে গ্রাম্য শ্মশান
তা তো আগে জানতাম না।।
ওখানেও কী হবে তৈরি?
কত দামি গাড়ি,
চুল্লির আগুনের ধোঁয়া
কি গাড়ির ইঞ্জিনে থাকবে।
তবে গাড়ির কারখানার
শ্মশানঘাট প্রিয় ঠিকানা।
আমার দুঃখ রইলো না
আমার শবদেহের স্থান
আমাদের সিঙ্গুরের
গ্রামের শ্মশানে না হলেও
কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার
শেষ শাস্তি যেন
ওই শ্মশানেই হয়।
শ্মশান মা তুমি জাগো
জাগো নিথর আত্মা।
যাক মরেও শান্তি
গরিবের রক্তের নিশানা
খুব পছন্দ জোতদারদের
আমাদের ঢুকতে না দিলেও
ওই গ্রামের শ্মশানেই
যেন জায়গা হয় তোমাদের ভবিষ্যতের।।

নবান্নে সৌরভ

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শালবনীতে শিল্পস্থাপন নিয়ে দু'জনের প্রায় ৪৫ মিনিট কথা হয় বলে জানা গিয়েছে। প্রায় ৩৫০ একর জমির উপর কারখানা তৈরি হতে চলেছে।

১৩, ১৪ ছুটি

প্রতিবেদন : ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শব-এ-বরাত ও পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যথাক্রমে ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ছুটি থাকবে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 February, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২০ প্রাণ (১৯২০-২০১৩) অবিভক্ত ভারতের লাহোরের লক্ষ্মীচকে এদিন জন্ম নেন। পুরো নাম প্রাণ কৃষাণ সিকান্দ। হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা। নায়ক হওয়ার সবরকম বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু তিনি পর্দায় খলনায়ক হয়েই থাকলেন। কখনও কখনও চিত্রনাট্যে তাঁর গুরুত্ব টক্কর দিত নায়কের সঙ্গে। তাঁর কথা ভেবে আলাদা করে সংলাপ লেখা হত। কিন্তু তিনি নিজেকে সরিয়ে আনেন শুধুমাত্র নেগেটিভ চরিত্রেই। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, নায়িকার সঙ্গে নাচগান করা তাঁর সঙ্গে মানানসই হচ্ছে না। বিশেষ করে ছবিতে নায়কের নাচের দৃশ্যে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। ফলে বেছে নেন নেগেটিভ চরিত্রই। দিলীপকুমার, দেব আনন্দ এবং রাজ কপুরের মতো অভিনেতা প্রাণকে পছন্দ করতেন তাঁদের ছবিতে খলনায়ক হিসেবে। নানাভাই ভট্ট, বিমল রায়, আই এস জোহার, শক্তি সামন্ত, নাসির হুসেন-সহ প্রাণের সমসাময়িক বড় পরিচালকেরাও ছিলেন তাঁর অভিনয়ের ভক্ত।

১৯০০ মধু বসু (১৯০০-১৯৬৯) এদিন জন্ম নেন। চিত্রপরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব। আসল নাম সুকুমার বসু। বিলেতে গিয়ে ক্যামেরার কাজ শেখেন ও অ্যালফ্রেড হিচককের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেন। দেশে ফিরে পরিচালক হিসেবে জনপ্রিয়তা পান 'আলিবাবা' ছবির পর। ছবিটিতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাধনা বসু দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩০টি ছবি পরিচালনা করেছেন।

১৮০৯ চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের একজন ইংরেজ জীববিজ্ঞানী। তিনি প্রথম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিবর্তনবাদের ধারণা দেন। তিনিই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন যে সকল প্রকার প্রজাতিই কিছু সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং তাঁর এ-পর্যবেক্ষণটি সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। বিবর্তনের এই নানান শাখা-প্রশাখায় ভাগ হবার বিন্যাসকে চার্লস ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন রূপে অভিহিত করেন।

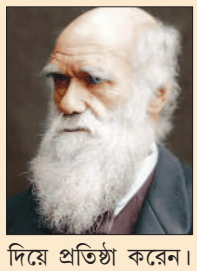

১৮৭৮ আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-১৮৭৮) এদিন প্রয়াত হন। জন্মসূত্রে স্কটিশ। শিক্ষিত, ধার্মিক, সেইসঙ্গে মুক্তমনা ডাফ এমন একটা সময় কলকাতায় এসেছিলেন, যখন শহরে সমাজ-সংস্কারের ঢেউ এসেছে। ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী ভাবধারা এক ধাক্কায় যেন কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানল। কলকাতার সমাজ-সংস্কারে তাঁর গভীর অবদানের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাফ হাই স্কুল ফর গার্লস, স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং অবশ্যই ডাফ স্ট্রিট। ডাফের শিষ্যরা তর্কপ্রিয় যুক্তিবোধসম্পন্ন খ্রিস্টান। তাই, কলকাতার নিন্দুকেরা তাঁদের নাম দিল ডেঁপো। ডাফ সাহেবের শিষ্যদের জন্য আবিষ্কৃত এই শব্দটি যে আপামর বাঙালি কিশোর-তরুণের বিশেষণ হয়ে দাঁড়াবে, তা তখন আর কে জানত!

১৯১৯ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। "প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা" বা "ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত" প্রভৃতি তাঁর অমর পঙ্‌ক্তি বাংলায় আজ প্রবাদতুল্য। কবি জয় গোস্বামী বলেছেন, "সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কথাকে নিজের কবিতায় তুলে এনেছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাষাই তাঁর হাতে হয়ে উঠেছিল কবিতা। শুধু কবিতাই নয়। অসাধারণ গদ্য লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন।"

১৮২৪ দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) এদিন পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড়ের মোরভি শহরে এক ধনাঢ্য নিষ্ঠাবান সামবেদী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আর্যসমাজের অন্যতম কর্মসূচি ছিল শুদ্ধি আন্দোলন। শুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং বিধর্মী প্রভাব রোধ করা।

১৮৭১ দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) এদিন ইংল্যান্ডের নিউ ক্যাসেলে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী, বন্ধু, খ্রিস্টভক্ত মানবপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। সি এফ অ্যানড্রুজকে দীনবন্ধু নামটা রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন।

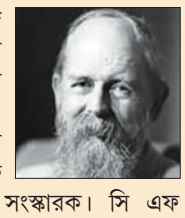

পার্টির কর্মসূচি

উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে পুর প্রতিনিধি শ্রীপর্ণা রায়ের উদ্যোগে 'মানবতার উৎসব, মমতাময় কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক মঞ্জু বসু, পুরপ্রধান মলয় ঘোষ প্রমুখ। এই উপলক্ষে ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের চড়ুইভাতি, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রাপকদের সংবর্ধনা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১২৯২

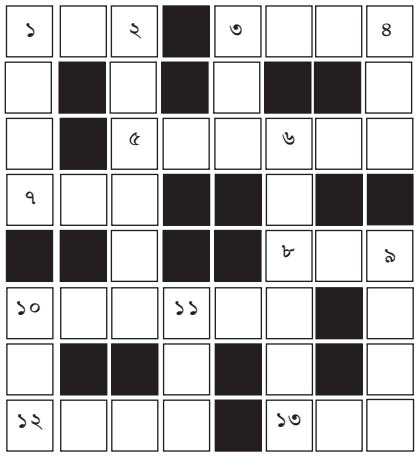

পাশাপাশি : ১. পৃথিবী, ভূমি ৩. বিশৃঙ্খল ৫. প্রকাশিত হওয়া ৭. পটুতা ৮. লেখক, লিপিকার ১০. অরণ্যপুষ্প ১২. প্রভুত্ব, প্রাধান্য ১৩. সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি।

উপর-নিচ : ১. নিন্দা, অপবাদ ২. অসহায় ৩. বন্দুকের ছোট গুলি ৪. ধূর্ত, প্রতারক ৬. আকাশতল ৯. একশত ভাগ ১০. কাছিম, কচ্ছপ ১১. নীলপদ্ম।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১২৯১ : পাশাপাশি : ১. শক্তঘানি ৩. মেলানি ৫. আধ ৬. লাইন ৮. তরু ১০. কফিন ১১. সুমিতি ১৩. জপ ১৫. হালকা ১৮. ধাই ১৯. বিক্ষেপ ২০. অম্বরান্ত।
উপর-নিচ : ১. শংসিত ২. ঘাপলা ৩. মেধ ৪. নিধি ৫. আনক ৭. বনজ ৯. রুসুম ১২. তিহাই ১৪. পরিশ্রান্ত ১৬. কাদম্ব ১৭. খাবি ১৮. ধাপ।

১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৫৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৬২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯৪৬৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.০২	৮৬.৩৩
ইউরো	৯১.১৩	৮৯.২১
পাউন্ড	১০৯.১৫	১০৭.০৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সোনাল চৌহান

■ অঙ্কুশ, সঙ্গে মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হলে ঢোকার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। শহরের একটি স্কুলে

আমার শহর

12 February, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বুধবার

দ্বিতীয় দিনেও নির্বিঘ্নে কাটল মাধ্যমিক

পরীক্ষার্থীদের জন্য বেড রাখতে নির্দেশ প্রশাসনের

প্রতিবেদন : পর্ষদ ও প্রশাসনের তৎপরতায় নির্বিঘ্নে কাটল দ্বিতীয় দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম দিন অনেকেই পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হলে আগাম ব্যবস্থা নিল রাজ্য। হাসপাতালগুলোকে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে বেড তৈরি রাখতে যাতে কোনও পরীক্ষার্থীর জরুরি দরকার হলেই তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া যায়। শুধু মাধ্যমিক নয়, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ও বলবৎ থাকবে এই নিয়ম। এদিকে এদিন ছয়জনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন একই কোচিং সেন্টারের পড়ুয়া।

উত্তর দিনাজপুরের নন্দঝোর আদিবাসী তফসিলি হাইস্কুল চারজনের কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনে অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণবশত ৫০ জন পরীক্ষার্থী হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে।

■ টালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর উদ্যোগে প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের জন্য বসার সুব্যবস্থা, ফ্যান, জল ও চা-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার।

পর্ষদের কড়া নজরদারি ও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রুখে দিয়েছে প্রশ্নফাঁসের মতো ঘটনাকে। হাতির আক্রমণপ্রবণ এলাকায় বন দফতর নিজেদের গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে পরীক্ষার্থীদের। বিভিন্ন জায়গায় স্পেশাল বাসে পরীক্ষার্থীরা পৌঁছে গিয়েছেন কেন্দ্রে। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া প্রায় সবটাই স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ। সফলভাবে দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা শেষ হওয়ার জন্য পর্ষদ সভাপতি রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ-সহ পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে।

বিরক্ত স্পিকার

প্রতিবেদন : মোবাইল খোয়া গিয়েছে, এই অভিযোগ তুলে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মঙ্গলবার বিধানসভায় যে আচরণ করেছেন তাতে যথেষ্ট বিরক্ত অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আচমকা বিধানসভায় হুমায়ুন তাঁর মোবাইল খুঁজে পাচ্ছেন না বলে শোরগোল ফেলে দেন। খবর পেয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ বিধানসভায় আসে। কিছুক্ষণ পরেই মোবাইলটির হদিশ পাওয়া যায় এমএলএ হস্টেলে বিধায়কের ঘরেই। সচিবালয় সূত্রের খবর, হুমায়ুনের আচরণে বিধানসভার মর্যাদাহানি হয়েছে। অধ্যক্ষ বাইরে তাঁকে কিছু না বললেও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে চান। তারপর যা বলার বলবেন। সংবাদমাধ্যমকেও এ বিষয়ে কিছু বলেননি অধ্যক্ষ।

বেতন-শুনানি

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যর বেতনের আবেদনের শুনানি হল বিধানসভায়। এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন শুনানির জন্য। দীর্ঘক্ষণ তাঁর ঘরেই শুনানি পর্ব চলে। মানিক যতদিন জেল হেফাজতে ছিলেন সেই সময়ে তাঁর বেতন বন্ধ ছিল। অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে সেই বেতন ছাড়ার আবেদন করেছিলেন মানিক। মঙ্গলবার তাঁর কাছ থেকে সবটা শোনার পর রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যক্ষ। সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় উল্লেখ করে অ্যাডভোকেট জেনারেল অধ্যক্ষকে জানিয়ে দেন, মানিক ভট্টাচার্য ওই সময়কার বেতন পেতে পারেন না। যদিও অধ্যক্ষ এখনও পর্যন্ত তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি। সবদিক বিবেচনা করে এবং আইনি দিক খতিয়ে দেখে তবেই তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন।

রাজ্যের উদ্যোগ, নতুন রূপে রাস্তায় নামছে হলুদ ট্যাক্সি

প্রতিবেদন : ট্রামের মতোই হলুদ ট্যাক্সিও মহানগর কলকাতার একটি ঐতিহ্য। শহরের রাজপথে হলুদ ট্যাক্সির ঐতিহ্যরক্ষায় নতুন করে উদ্যোগ নিল রাজ্য। নতুন রূপে ফের শহরের রাস্তায় নামছে হলুদ ট্যাক্সি। গত ডিসেম্বরে ১৫ বছরের পুরনো প্রায় ২৫০০ ট্যাক্সিকে রাস্তায় নামার অযোগ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে কলকাতার ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়। কলকাতার এই আইকনকে টিকিয়ে রাখতে এবার আসছে ইকো-ফ্রেন্ডলি সিএনজি ট্যাক্সি। সিএনজি ট্যাক্সিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ক্লাসিক হলুদ রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে। রয়েছে নীল রঙের বর্ডারও। প্রায় ১৫০টি সিএনজি ট্যাক্সি কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাওয়া যাবে। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে রাজ্য সরকার এবং সিএনজি অপারেটরের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য, শহরের রাস্তা থেকে হলুদ ট্যাক্সির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা। যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে অর্থনৈতিকভাবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এই পরিষেবায়। এগুলি সিএনজির মাধ্যমে চালানো হবে। রাজ্যের যাত্রী সাথী অ্যাপে এই ট্যাক্সিগুলি বুক করা যাবে। এরপর ধারাবাহিকভাবে পরিষেবা বাড়ানো হবে।

বিধানসভায় ভাষণ দিতে চান, ইচ্ছাপ্রকাশ ধনকড়ের

প্রতিবেদন : বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। তাঁর পক্ষ থেকে এমন আশ্বাসও দেওয়া হয় যে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও বাক্য তিনি বলবেন না। উপরাষ্ট্রপতির এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, এই ঘটনা অভূতপূর্ব। তবে এজন্য বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে। উপরাষ্ট্রপতির ভাষণের ইচ্ছাপ্রকাশ প্রসঙ্গে তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, বাংলা বিধানসভা বর্তমানে যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা সারা ভারতকে আকর্ষণ করে। এর থেকে প্রমাণ হয়, রাজ্য সরকার সঠিক রাস্তায় আছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কারণে বিধানসভার মর্যাদা এখন উচ্চপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। দেশ-বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজে অনেকেই ভাষণ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তেমনই রাজ্যের বিধানসভাতেও ভাষণের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন উপরাষ্ট্রপতি। এপ্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইতিপূর্বে দেশের কোনও উপরাষ্ট্রপতি কোনও বিধানসভায় এসে বক্তব্য রাখেননি। তবে বাজেট অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার আইনি সংস্থান নেই। সেক্ষেত্রে উপরাষ্ট্রপতির ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতে বিশেষ অধিবেশন ডাকার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি জরুরি ভিত্তিতে বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠক ডেকেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। এরপরই, উপরাষ্ট্রপতির দূতকে দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে বিধানসভার অধ্যক্ষের অফিস থেকে।

মনমোহনকে শ্রদ্ধা

প্রতিবেদন : বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আনা এক শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়। শাসক ও বিরোধী পক্ষের একাধিক বিধায়ক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আলোচনার সূত্রপাত করে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মনমোহন সিংকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। তাঁর আমলে দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, বামপন্থীরা বিরোধিতা করলেও মনমোহন সিং তাঁর পথে অবিচল ছিলেন। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, ড. সিং নিজে একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি একাধারে দক্ষ অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। আলোচনার শেষের শোক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে বিধানসভায় গৃহীত হয়। এছাড়াও এক পৃথক প্রস্তাবে ওস্তাদ জাকির হোসেন, শ্যাম বেনেগাল রাজা মিত্র, বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শোকজ্ঞাপন করা হয়।

মাধ্যমিকে দৃষ্টিহীন দম্পতির মেয়ে, সহায় পুলিশ

সংবাদদাতা, হুগলি : মাধ্যমিক। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষা দিতে কিছুটা ভয়, কিছুটা উৎকণ্ঠা কাজ করছে চুঁচুড়া চকবাজারের বাসিন্দা স্নেহা হালদারের মনে। হুগলি গার্লস স্কুলের ছাত্রী স্নেহা। বাড়ির কাছেই স্কুল, তাই এতদিন কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু মাধ্যমিকের সিট পড়েছে বেশ কিছুটা দূরে শিক্ষামন্দির স্কুলে। কীভাবে যাবে পরীক্ষা দিতে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী স্নেহা। স্নেহার মা শিবানী ও বাবা মৃত্যুঞ্জয় হালদার, দু'জনেই দৃষ্টিহীন। ট্রেনে ভিক্ষা করেন। তাঁদেরই পথ চলতে মেয়ের সাহায্য নিতে হয়। এই অবস্থায় কীভাবে মেয়ে পরীক্ষা দেবে, দুশ্চিন্তায় ছিল গোটা পরিবার। এই অবস্থায় মুশকিল আসান হয়ে পাশে দাঁড়ালেন পুলিশকর্মী সুকুমার উপাধ্যায়, স্নেহার 'পুলিশ মামা'।

সুকুমার চন্দননগর পুলিশের কনস্টেবল। দৃষ্টিহীনদের নিয়ে কাজ করার সুবাদে স্নেহার মা-বাবা তাঁর পরিচিত। স্নেহার মা সুকুমারকে ভাইফোঁটাও দেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে স্নেহাকে বোর্ড থেকে পেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দেন পুলিশ মামা সুকুমার। পরীক্ষা শুরুর আগে বাইকে বসিয়ে স্নেহাকে পরীক্ষাকেন্দ্র দেখিয়ে আসেন সুকুমার। পরীক্ষার দিন যদি নিজে যেতে না পারেন তাই স্নেহাকে যাওয়ার ভাড়া বাবদ আগাম দুশো টাকাও দেন। এই অবস্থায় সোমবার প্রথমদিন কাজ না থাকায় স্নেহাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেন সুকুমার। পুলিশ মামার বাইকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ায় খুশি স্নেহা।

■ মায়ের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী স্নেহা হালদার। পাশে পুলিশকর্মী সুকুমার উপাধ্যায়।

পরীক্ষায় ভাল ফল করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে। মা-বাবার সহায় হতে চায়। ভাইকে বড় করতে চায়। মা শিবানী হালদার বলছেন, আমিও মাধ্যমিক পাশ করেছি। ইচ্ছা থাকলেও তারপর আর পড়ার সুযোগ পাইনি। মেয়ে যতদূর চায় পড়ুক। সুকুমার আমাদের কাছে একজন পুলিশকর্মী নন। স্নেহার মামা। ওঁর উপকার কোনওদিন ভুলব না। কথায় বলে, মামা-ভাগ্নি যেখানে, বিপদ নেই সেখানে। মেয়ের জন্য সুকুমার আছেন, সেটাই আমাদের বড় ভরসা।

মাধ্যমিকের পর জেইই মেন-এও প্রথম

প্রতিবেদন : মাধ্যমিকের পর সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাতেও (জেইই) প্রথম বাংলার মেয়ে দেবদত্তা মাঝি। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার দেবদত্তার স্কোর ৯৯.৯৯%। দেশের মধ্যে র‍্যাঙ্ক ২৭৫। সেই র‍্যাঙ্কের নিরিখেই রাজ্যের মধ্যে সে প্রথম। দুর্গাদাসী চৌধুরী গার্লস হাই স্কুলের পড়ুয়া দেবদত্তা। এনটিএ অনুযায়ী ফিজিক্সে ১০০%, কেমিস্ট্রিতে ৯৯.৯৯%, অঙ্কে ৯৯.৯৮% পান দেবদত্তা। প্রসঙ্গত, মাধ্যমিকে ৭০০ নম্বরের পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ৬৯৭। যা শতাংশের নিরিখে ৯৯.৫৭।

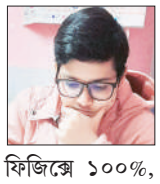

■ পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে বাইক র‍্যালি। মহাকরণের সামনে পতাকা দেখিয়ে র‍্যালির সূচনায় নগরপাল মনোজ ভার্মা। মঙ্গলবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচারের রাজনীতি

সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অসত্য কথা বলছেন, এমন বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট বিতর্কে জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে যে মিথ্যাচার করলেন তা এক কথায় নিন্দনীয়। বিশেষত জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ যদি উত্তীর্ণ হন তাহলে আর যাই হোক তাঁর কাছ এই ধরনের মিথ্যাচার মানুষ আশা করেন না। কী বলেছেন অর্থমন্ত্রী? বাংলাকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা নিয়ে তৃণমূলের ক্ষোভের মুখে পড়েন অর্থমন্ত্রী। একের পর এক প্রশ্নবাণ। জবাব দিতে পারছেন না। শেষে সংসদে দলের মুখ বাঁচাতে আর পাঁচজন বিজেপি নেতার মতো মিথ্যাচারের আশ্রয় নিলেন অর্থমন্ত্রী। দুম করে বলে বসলেন, বাংলা তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝাতে ২৫ লাখ জব কার্ড মুছে দিয়েছে। ডাহা মিথ্যা কথা। তার কারণ, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এ-ব্যাপারে কোনও তথ্য দেননি। তাহলে এই ২০ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ডের তথ্য অর্থমন্ত্রী পেলেন কোথা থেকে? তৃণমূল এরপর হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয় অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপির মিথ্যাচারের রাজনীতির। একেবারে তথ্য দিয়ে সংসদের বই থেকে তুলে নিয়ে এসে জানানো হয়, পশ্চিমবঙ্গে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ৫,৬৫১টি জব কার্ড বাতিল করা হয়। তার কারণ হল, এগুলি ছিল ভুয়ো। আর সেই সময়ে উত্তরপ্রদেশে বাতিল করা হয়েছে ৩,৬৪,৪০১টি জব কার্ড, ওড়িশায় ১,৬৫,১৫০টি জব কার্ড, মধ্যপ্রদেশে ১,২৩,০৬৮টি জব কার্ড এবং ১,০৭,২৬৫টি জব কার্ড। তাহলে কোন কারণে বাংলার ভুয়ো জব কার্ড বাতিলের প্রসঙ্গটি অর্থমন্ত্রী সামনে আনলেন। অথচ ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে তার অন্তত ৭০০ গুণ বেশি জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। আসলে তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে কথা বললেই বিজেপির মহা সমস্যা। তার কারণ, তারাও জানে মিথ্যাচারের রাজনীতি করে তৃণমূলের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সম্ভব নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন, তাই করেন। যে প্রতিশ্রুতি দেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। বিজেপির এই মিথ্যাচারের রাজনীতি বাংলার মানুষ দেখেছেন, বুঝেছেন, অনুভব করেছেন। বারবার ভোটের বাক্সে বিজেপিকে জবাব দিয়েছেন।

e-mail থেকে চিঠি

জয় বুলডোজার বাবার জয়!

হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল মসজিদ। বেআইনিভাবে তিনতলা এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে, এই অজুহাতে এই অপকর্মটি সংঘটিত হল। মনে রাখতে হবে, কুশীনগর জেলার এই মসজিদ ভেঙে ফেলতে এর আগেও তৎপর হয়েছিল যোগী সরকার। প্রশাসনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মসজিদ কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে উচ্ছেদ কাজে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। গত ৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার এই স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষ হয়। তার পরের দিনই ফের ময়দানে নেমে পড়ে প্রশাসন। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রবিবার সকাল ১০টা থেকে মদনি মসজিদ ভাঙার কাজ শুরু করে। আনা হয়েছিল বুলডোজার। বিক্ষোভ এড়াতে ওই দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বিশাল পুলিস বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন সার্কেল অফিসার। বিবাদের সূত্রপাত ১৯৯৯ সালে। বেআইনিভাবে মসজিদ নির্মাণের অভিযোগ করেন রামচরণ সিং নামে স্থানীয় এক নেতা। কিন্তু প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় বিষয়টি থিতিয়ে গিয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ তদন্তের উদ্যোগ নিলে ফের জলঘোলা হয়। প্রশাসনের দাবি, নথি চেয়ে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে তিনবার নোটিশ পাঠানো হলেও কোনও জবাব আসেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদটিকে অবৈধ ঘোষণা করে প্রশাসন। যদিও মসজিদ কমিটির প্রধান হাজি হামিদ অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নতুন বইয়ের সুবাস পেতে বইমেলা ফিরে ফিরে আসে

শীতের আমেজ, বইয়ের গন্ধ, গান, সাহিত্য, প্রেম, খাওয়াদাওয়া সবমিলিয়ে বছরের শুরুতেই জমে উঠেছিল এবছরও ৪৮তম আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রাঙ্গণ। নস্টালজিয়ার রেশ মেখে কলম ধরলেন **শ্রেয়া বসু**

সময়ের থেকে একধাপ এগিয়ে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামানায় কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। শীতের আমেজ, বইয়ের গন্ধ, গান, সাহিত্য, প্রেম, খাওয়াদাওয়া— সবমিলিয়ে বছরের শুরুতেই জমে ওঠে বইমেলা প্রাঙ্গণ। আবেগের অন্য নাম কলকাতা বইমেলা।

বইমেলার জন্য মানুষের বরাদ্দ থাকে এক মুঠো আলাদা আবেগ। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়েই বেশ জোরালো এক নস্টালজিক অনুভূতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এই মিলনক্ষেত্র। যেন অবিচ্ছেদ্য এক আত্মনিষ্ঠ অনুভূতির উপস্থিতি। বাংলায় নতুন আঙ্গিকে বইমেলার মহিমা, সমাজ-সংস্কৃতি, স্বাধিকার, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের নতুন দিশা দেখালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতা বইমেলা বলতেই চোখ বুঝলে প্রথম যে দৃশ্যটি ভেসে ওঠে, সেটা হল সেই ছেলেবেলা। বইমেলা থেকে ফিরে বিছানার ওপর নামিয়ে রাখা প্লাস্টিকের প্যাকেট আর নতুন বইয়ের গন্ধ। উঁকি দিচ্ছে রংবেরঙের বই। চকচকে কাগজে ছাপা ছবির সঙ্গে জমজমাট রূপকথার গল্প। বই যে সেই থেকেই মানুষের সবচেয়ে ভাল বন্ধু, শেষ নিঃশ্বাসের সই। বড় হওয়ার সঙ্গে পাল্টেছে আগ্রহ। জীবনের নির্দিষ্ট দিক স্পষ্ট করার দৌড়ে পাল্টে গিয়েছিল বইমেলার আকর্ষণও। আবেগঘন সেই আকর্ষণ ফিরল নতুন রূপে। সমাজের মহামারী পেরিয়ে এই নতুন বইমেলা ক্ষত সারাবার মলম। মমতাময়ী স্পর্শ।

বইয়ের গন্ধকে এক কথায় বলে ‘বিবলিয়োস্মিয়া’ (Bibliosmia)। বইপ্রেমীরা জানেন আঙুলের ছাপের মতোই পৃথিবীর দুটো বইয়ের গন্ধ এক নয়। আমাদের নাক এক লক্ষ কোটি গন্ধ আলাদা ভাবে চেনার ক্ষমতা রাখে। প্রতিটা বইয়ের গন্ধ ঠিক এভাবেই অন্যরকম লাগে আমাদের নাকে। তফাত থাকে ইংরেজি বইয়ের গন্ধ ও বাংলা বইয়ের গন্ধে। বোর্ড বইয়ের গন্ধ এক রকম, পেপারব্যাকের গন্ধ অন্যরকম। পুরনো বইয়ের ভাঁজের গন্ধ যে ভাষায় কথা বলে, নতুন বই সে ভাষায় বলে না। চলতি বছরে গিল্ডের হিসেবে ২৫ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন বইমেলা প্রাঙ্গণে। গতবার বইমেলা ছিল ১৪ দিনের, এর মধ্যে দুদিন ছিল ন্যাশনাল হলিডে। এবছর বইমেলা ছিল ১২ দিনের। দিনের হিসেবে কম হলেও এই বছরে বইমেলায় ২৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে যা গত বারের তুলনায় প্রায় দু’কোটি বেশি। বইমেলা ঠিক বাঙালির কাছে দুর্গাপুজোর মতো, শেষ হতেই বইপ্রেমীদের মনে প্রশ্ন, পরের বছর কবে বইমেলা হবে? আগামী বছর সম্ভবত জানুয়ারির শেষ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জমবে বইমেলার আসর।

> নতুন বইয়ের মিষ্টি গন্ধ, বইমেলার আন্তরিকতা, উপভোগ্য শুধুমাত্র কলকাতার বইমেলা প্রাঙ্গণে। কলকাতা বইমেলার অপূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। তবে এক কথায় প্রতিবছর নতুন করে কলকাতার বইমেলার প্রেমে পড়েন বহু মানুষ।

নতুন বইয়ের মিষ্টি গন্ধ, বইমেলার আন্তরিকতা, উপভোগ্য শুধুমাত্র কলকাতার বইমেলা প্রাঙ্গণে। কলকাতা বইমেলার অপূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। তবে এককথায় প্রতিবছর নতুন করে কলকাতার বইমেলার প্রেমে পড়েন বহু মানুষ। খসখসে শুকনো পাতায় এক ফোঁটা শিশিরবিন্দু এই বইয়ের সম্ভার, মানুষের অন্যতম সই। আমার শহর, কালির সমুদ্রে এই বইমেলা উচ্ছ্বাসের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ভেসে বেড়ানো শব্দের এক অদম্য শক্তি, শেষ নিঃশ্বাসের খড়কুটো। এক জীবনে শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও উপহার সাংসদ বাপি হালদারের।

মুক্তি, খাঁচা থেকে নিজের ডেরায়

জঙ্গলে ফিরল দক্ষিণরায়, স্বস্তি মৈপীঠে

সংবাদদাতা, কুলতলি : অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস কুলতলিতে। বন দফতরের পাতা ফাঁদে পা দিল দক্ষিণরায়। ভোররাতে খাঁচাবন্দি হয় বনকর্মীদের উপর হামলাকারী বাঘ। রাত ৩টা ৩২ মিনিট নাগাদ কুলতলির মৈপীঠের সবজিখেতে বন দফতরের খাঁচায় ধরা পড়েছে সেই বাঘ। ৩৬ ঘণ্টার আতঙ্কের সমাপ্তিতে স্বস্তি ফিরেছে মৈপীঠে। সোমবার রাতে সবজিখেতে ছাগলের টোপ দিয়ে দুটি ফাঁদ পাতা হয়। তাতেই পা দেয় বাঘটি। স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর মঙ্গলবারই বাঘটিকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বন দফতর সূত্রে খবর।

রবিবার রাত থেকেই কুলতলির মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুলতলি থানার পুলিশ ও বন দফতরের কর্মীরা। বাঘটি যাতে কোনওভাবে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে না পারে, তার জন্য নগেনাবাদ ৯ নম্বর মুলার জেটিঘাটের কাছে গ্রামের দিক বরাবর নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। গ্রামে না ঢুকতে পারলেও সারারাত নাইলনের জালের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে দক্ষিণরায়।

তারপরই বাঘটিকে বন্দি করার পরিকল্পনা করা হয়। সোমবার স্থানীয় টাইগার টিমের সদস্যেরা বাঘ ধরতে গেলে বনকর্মী গণেশ শ্যামলের উপর বাঘটি হামলা চালায়। সহকর্মীকে বাঁচাতে দলের বাকিরা লাঠি দিয়ে বাঘটিকে আঘাত করেন। তাতেই বনকর্মীকে ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘটি। আহত বনকর্মী কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে, মঙ্গলবার ভোররাতে বাঘ ধরা পড়ায় স্বস্তিতে এলাকার বাসিন্দারা।

গ্রেফতার তৃণমূলকর্মী খুনে দুই মূল অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, নৈহাটি : তৃণমূলকর্মী সন্তোষ যাদব খুনে এবার পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত রাজেশ সাউ ও তার শাগরেদ বিশাল। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল ওই দুই দুষ্কৃতী। টানা ৯ দিন পর অবশেষে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার ফেফনা থানা এলাকা থেকে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় তাদের পাকড়াও করল বারাকপুর কমিশনারেটের কর্তারা। মাঝরাতে বিশেষ তদন্তকারী দলের দুই অফিসার সত্যনারায়ণ পাণ্ডে এবং অরিত্র চন্দ ফেফনার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি খাটালে অভিযান চালিয়ে ঘুমন্ত রাজেশ আর বিশালকে গ্রেফতার করেন। সোমবার অভিযুক্তদের বালিয়া জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মঙ্গলবার তাদের রাজ্যে এনে বারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

■ পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত।

৩১ জানুয়ারি নৈহাটির তৃণমূলকর্মী সন্তোষ যাদবকে খুন করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতী রাজেশ সাউ ও তার দলবল। তারপরই উত্তরপ্রদেশে গিয়ে গা ঢাকা দেয় মূল অভিযুক্ত রাজেশ ও তার সঙ্গীরা। বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করে শুরু হয় ধরপাকড়। তদন্তকারী অফিসারদের চারটি দলে ভাগ করে ২টি দলকে পাঠানো হয় অন্য রাজ্যে। পুলিশ পরিচয় গোপন করে তাঁরা বিহারের বেগুসরাই থেকে উত্তরপ্রদেশের সিকন্দারপুর, ফেফনার প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চালান। অবশেষে ন'দিন পর বিজেপি-ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের জালে ছিনতাইবাজ

সংবাদদাতা, পেট্রাপোল : বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে বাংলাদেশি ছাত্রের ডলার ছিনতাই। পেট্রাপোল থানার পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার অভিযুক্ত আপন মণ্ডল। অভিযোগ, ভারত থেকে বাংলাদেশ যাওয়ার পথে ওই ছাত্রের ৩০০ ডলার ছিনতাই করে আপন। ছাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত আপনের বাড়ি পেট্রাপোল এলাকায়। ধৃতকে বনগাঁ আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতকে জেরা করে ছিনতাই হওয়া ডলার উদ্ধার করার চেষ্টা করছে পেট্রাপোল থানা। বাংলাদেশের বাসিন্দা অমিত মুখোপাধ্যায় ভারতের শিবাজি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করছিলেন। তিনি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়েই এদেশে এসেছিলেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি পিএইচডি শেষ হয়। এরপরেই অমিত বাংলাদেশে ফিরছিলেন। তাঁর কাছে ৩০০ ডলার ছিল। পেট্রাপোল বন্দরের বাইরে বহু বিদেশি মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র রয়েছে। সেখানেই অমিতকে ডলার বিনিময়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে অভিযুক্ত আপন। অভিযোগ, এরপরেই অমিতের কাছ থেকে ৩০০ ডলার ছিনতাই করে চম্পট দিয়েছিল সে।

■ বেলুড় হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে গোলাপ ফুল ও জলের বোতল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক সহ দলীয় কর্মীরা।

■ হাওড়ার পানিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল বিতরণ করলেন স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল। মঙ্গলবার।

কেন্দ্র-রাজ্যের কর বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ গুজরাত-হরিয়ানা-ওড়িশার

প্রাপ্য দিন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সুরে ৩ বিজেপি-রাজ্যও

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে দিয়েছে কেন্দ্র। বারবার আবেদন-নিবেদন করেও মেলেনি হকের টাকা। এই অবস্থায় কেন্দ্রের তোয়াক্কা না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার একক প্রচেষ্টায় প্রকল্প চালু রেখেছে। কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা না পেয়ে এবার বিজেপি রাজ্যগুলি কান্নাকাটি শুরু করে দিল। মোদিরাজ্য গুজরাত-সহ তিন ডবল ইঞ্জিন রাজ্য এবার কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে জানাল, করের টাকা বাড়ান, নইলে রাজ্য চালাতে পারছি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন যে অভিযোগ করে আসছিলেন, একই কথার প্রতিধ্বনি হল এবার ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের কণ্ঠে।

শুধু প্রাপ্য টাকা আটকে রাখাই নয়, কেন্দ্র-রাজ্য ট্যাক্স-সম্পদের বণ্টনেও বৈষম্যের অভিযোগ আনল বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও 'ইন্ডিয়া'র অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীরা আগেই অর্থসংকটের হিসেব দাখিল করেছিলেন। এবার বিরোধীদের সুরে কণ্ঠ মেলালেন বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও। এই তালিকায় রয়েছে মোদি-শাহের গুজরাত-সহ হরিয়ানা এবং ওড়িশাও। ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে তাঁদের দাবি, কর-কাঠামোয় বদল এনে রাজ্যের প্রাপ্য বাড়াতে হবে। অন্তত ৫০ শতাংশ কর প্রদান না করলে রাজ্য চালানোয় সংকট হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের এই দাবিই প্রমাণ করল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক। বাংলা আজ যা ভাবে, গোটা ভারত কাল তা ভাবে।

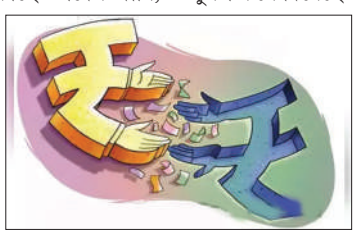

গণতান্ত্রিক ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টনের ফর্মুলা তৈরি হয়েছিল। সংবিধান-প্রণেতারা সেইমতোই পঞ্চায়েতিরাজ আইন এনেছিলেন বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে। কিন্তু মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বারবার যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় প্রত্যাঘাত করে রাজ্যগুলির ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করেছে এবং আর্থিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে রাজ্যগুলিকে। আর তা করা হয়েছে রাজ্যগুলির কেন্দ্র-নির্ভরতা বাড়াতে। এর ফলে রাজ্য সরকারের ব্যয়-বরাদ্দে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। প্রত্যেকটি রাজ্যই আর্থিকভাবে ধুঁকছে। কেন্দ্র ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রাপ্য দিচ্ছে, আর অবিজেপি রাজ্যগুলিকে বেশি করে ভাতে মারছে। এতদিন বিরোধীরা শুধু আওয়াজ তুলছিল, এবার ভাঁওতাবাজ মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে বিজেপি-রাজ্যগুলিও।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ ছিল, মোট প্রাপ্ত করের মধ্যে ৪২ শতাংশ রাজ্যের প্রাপ্য। ২০১৭ সালে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তা কমিয়ে ৪১ শতাংশ করে। কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে জনমুখী আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বৃদ্ধির ফলে আর্থিক সংকুলান হচ্ছে না তাতে। নানা অজুহাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে মোদি সরকার রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে দিচ্ছে, যা একনায়কতন্ত্র চালানোর শামিল।

বাংলায় ২০১৩ সালে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয় প্রায় ২ লক্ষ কোটি। ২০২৩ সালে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছিল ২ লক্ষ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। অথচ বাংলার ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বাংলার পাশাপাশি কেরল, কর্নাটক, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানার অর্থমন্ত্রীরাও একই অভিযোগ তুলেছেন। এবার গুজরাত, হরিয়ানা ও ওড়িশাও নিশানা করল কেন্দ্রকে।

রাজ্য
12 February, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ কলকাতার পাম অ্যাভিনিউয়ের অশোকা হল স্কুলে আগুন। তবে স্কুল বন্ধ থাকায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। মেরামতির কাজ থেকে অগ্নিকাণ্ড, অনুমান দমকলের

দেশের মধ্যে বাংলায় প্রথম

রেশনে চালের গুণমান বাড়াতে চুক্তি রাজ্যের

প্রতিবেদন : রেশনের চালের পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন রাখতে এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজ্যের খাদ্য দফতর এই মর্মে কানাডার নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল নামে ওই পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কানাডার এই সংস্থাটি রেশনের চালের পুষ্টিগুণ বাড়াতে রাজ্যকে কারিগরি সহায়তা দেবে। সেজন্য বাংলায় একটি প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গঠন করবে তারা।

খাদ্য দফতর থেকে সম্প্রতি নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, জেলার খাদ্য নিয়ামকের অফিসে বসে ওই সংস্থার অফিসাররা কাজ করবেন। তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খাদ্য দফতর থেকে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই ইউনিটে রাজ্য-পর্যায়ে টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট, মনিটরিং অফিসার, সফটওয়্যার ডেভেলপার, কেমিস্টরা থাকবেন। সংস্থার জেলা পর্যায়ের মনিটরিং অফিসার থাকবেন ১৫ জন।

কেন্দ্রীয় সরকার রেশনের চালের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্পটি গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষের পুষ্টির ঘাটতি দূর করার জন্যই এই প্রয়াস। এই প্রকল্প রূপায়ণে দেশের মধ্যে প্রথম এগিয়ে এল বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নিজস্ব রেশন প্রকল্পের আওতাভুক্তদের বিশেষভাবে পুষ্টিযুক্ত চাল দেয়। পুষ্টিযুক্ত চালের গুণগত মান বৃদ্ধিতেও সবার প্রথম এগিয়ে এল রাজ্য। ইতিমধ্যেই চালের নমুনা উন্নত ল্যাবে নিয়মিত পরীক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল তৈরি করা হয়। সরকারি উদ্যোগে কেনা ধান থেকে নথিভুক্ত রাইস মিলে চাল উৎপাদন করে রেশন দোকানে পাঠানো হয়। রাইস মিলগুলিতে সাধারণ চালের সঙ্গে ফর্টিফায়েড রাইস কারনেল মেশানো হয় নির্দিষ্ট অনুপাতে। নির্দিষ্ট অনুপাতে ফলিক অ্যাসিড, আয়রন, ভিটামিন যুক্ত করে এফআরকে উৎপাদন করা হয়। এফআরকে বাইরে থেকে দেখতে সাধারণ চালের মতো।

মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যস্নান আজ

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে সাগরে ডুব দিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। আর সেই আশায় গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন ভেসেল চড়ে। তবে গঙ্গাসাগরে যেমন ভিন রাজ্যের মানুষের ভিড় থাকে এখানে সেভাবে ভিড় থাকে না। কেবলমাত্র এরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জেলা থেকে মানুষ ছুটে আসেন গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে। মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যস্নান হবে আজ, বুধবার ভোরে। তার আগে থেকে মানুষ লট নম্বরে এইট থেকে কচুবেড়িয়াতে সাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ভেসেল চড়ে মুড়িগঙ্গা নদীর থেকে কচুবেড়িয়াতে তাঁরা যাচ্ছেন। তবে সব জায়গাতেই রয়েছে প্রশাসনের নজর। গঙ্গাসাগর মেলার মতোই পুলিশ মোতায়েন থাকা ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হচ্ছে। তবে যে পুণ্যার্থীরা আসছেন তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কাকদ্বীপ এবং সাগরের পুলিশ প্রশাসন।

২৮ দিনের মাথায় যুবক খুনে গ্রেফতার প্রতিবেশী

সংবাদদাতা, বিষড়া : রেশন দোকানে কাজ নিয়ে দু'জনের বচসা। বচসা থেকেই খুন। খুনের ২৮ দিনের মাথায় পুলিশের জালে তাঁরই প্রতিবেশী যুবক। হুগলির বিষড়ার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ জানুয়ারি ভর সন্ধ্যায় রিষড়ার সুগলি গলিতে খুন হয় কলেজ পড়ুয়া অভিষেক পাসোয়ান। সেই রাতেই অভিষেকের দিদি রিষড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। খুনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু অভিযুক্তের নাগাল পাওয়া যায়নি। অবশেষে সোমবার রাতে রিষড়া পি এল মুখার্জি রোড থেকে সুজল সাউ (২২) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে রিষড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ওই যুবকের গতিবিধি দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাকে আটক করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পারে, রেশন দোকান কাজ করা নিয়ে দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই কাণ্ড ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। অভিষেক একটি রেশন দোকানে কাজ করতেন। সেখানে তাঁর বন্ধু সুজলকে কয়েকদিনের জন্য কাজে ঢোকান। অভিষেক রিষড়া বিধান কলেজে পড়তেন। পাশাপাশি রেশন দোকানে কাজ করে সেখান থেকে রেশন কার্ড তৈরি ও সংশোধন করে কিছু বাড়তি টাকা আয় করতেন। সেই কাজের টাকা নিয়ে দু'জনের বচসা। এই রাগেই ছুরি মেরে খুন করে পালিয়ে যায় সুজল। সিসিটিভি ফুটেজ ও টাওয়ার লোকেশন দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ।

■ পুলিশ হেফাজতে ধৃত সুজল সাউ।

■ শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উপলক্ষে মঙ্গলবার সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনায় সালকিয়ায় বড় মায়ের কাছে পুজো দিলেন হাওড়া সদর যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৈলাস মিশ্র। এই উপলক্ষে অরবিন্দ রোড ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সহায়তা শিবিরেও উপস্থিত হয়েছিলেন যুবনেতা।

পিছোল চার্জগঠন

প্রতিবেদন : আরও একসপ্তাহ পিছিয়ে গেল আরজি করের আর্থিক অনিয়ম মামলার চার্জগঠন। মামলা সংক্রান্ত সব নথি দেয়নি সিবিআই, এই দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা মামলায় মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ বুধবারের মধ্যে সিবিআইকে বাকি নথি দিতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি।

■ হাওড়ার ৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস ও ৯ নং ওয়ার্ড মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উপলক্ষে শিবপুরের দু'জায়গায় প্রায় ৭ হাজার মানুষকে ভোগ বিতরণ করলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। উপস্থিত ছিলেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল সভাপতি দীপক মজুমদার, শিবপুর কেন্দ্র মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী রিনা মল্লিক, ৯ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী করবী ঘোষ, শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে, শিবপুরের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য ঘোষ-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

■ বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল একাদশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক পোল্ট্রি ফেয়ার ২০২৫। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, প্রদীপ মজুমদার, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদনমোহন মাইতি। মেলা চলবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আয়োজনে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশন। — শুভেন্দু চৌধুরি

স্বপ্নপূরণ, কুমেরুর পথে বাংলার দুই তরুণ গবেষক

প্রতিবেদন : বাংলার বিজ্ঞান-গবেষণায় নয়া নজির! প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক পাড়ি দিলেন সুদূর কুমেরু মহাসাগরের উদ্দেশ্যে। দেশের ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল সেন্টার ফর পোলার অ্যান্ড ওশান রিসার্চ (এনসিপিওআর) প্রকল্পের আওতাধীন অভিযানে বাংলা তথা পূর্ব ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন স্নিগ্ধা ভৌমিক এবং সৌম্যশুভ্র বৈষ্ণব। এই প্রথম রাজ্যের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মহিলা গবেষক হিসেবে কুমেরু মহাসাগরে অনুসন্ধান চালাতে চলেছেন স্নিগ্ধা। রবিবার রাতের ফ্লাইটে মরিশাস পৌঁছে গিয়েছেন মেরিন বায়োলজির দুই বাঙালি গবেষক। সেখান থেকে তাঁরা জাহাজে রওনা দেবেন কুমেরু মহাসাগরের দিকে। আন্টার্কটিকায় ভারতের গবেষণাগার 'ভারতী'র কাছেই প্রিডজ বে নামে একটি উপসাগরে একমাসেরও বেশি সময় ধরে অনুসন্ধান চালাবেন তাঁরা। নমুনা সংগ্রহের গোটা প্রক্রিয়া চলবে ভাসমান জাহাজ থেকেই। এর আগে এনসিপিওআর প্রকল্পে ১১টি অভিযান হয়েছে কুমেরুর জলে।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনবিজ্ঞান বিভাগের রিসার্চ স্কলার স্নিগ্ধা প্রধানত সমুদ্রতলের ৫০০ মাইক্রনের উপরের জীবজগৎ নিয়ে গবেষণা করেন। আর সৌম্যশুভ্রের কাজ ৬৩ থেকে ৫০০ মাইক্রনের মধ্যবর্তী আণুবীক্ষণিক জীবজগৎ নিয়ে। অভিযান নিয়ে স্নিগ্ধা জানিয়েছেন, বাস্তুতন্ত্র আমার প্রিয় বিষয়। কুমেরু মহাসাগরে গবেষণার সুযোগ পাওয়া স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। অন্যদিকে, সৌম্যশুভ্র জানিয়েছেন, টিভির পর্দায় ও বইয়ের পাতায় তুষারাবৃত সাগর দেখেছি। বাস্তবে সেখানে যেতে পারা স্বপ্নপূরণের শামিল। ২০২২ সালেই স্নিগ্ধাদের কাছে এই সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সেবার অভিযানই বাতিল হয়ে যায়।

■ অধ্যাপক সুমিত মণ্ডলের সঙ্গে দুই গবেষক স্নিগ্ধা ও সৌম্যশুভ্র। পাশে, এখানেই চলবে অভিযান।

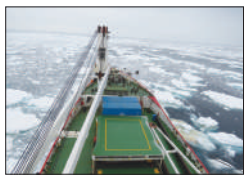

২০২০ সালে কুমেরু অভিযানে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সির মেরিন ইকোলজি ল্যাবের সহকারী অধ্যাপক সুমিত মণ্ডল। বর্তমানে তাঁর অধীনেই গবেষণারত স্নিগ্ধা ও সৌম্যশুভ্র। এধরনের অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে সুমিতবাবু জানিয়েছেন, কুমেরু মহাসাগর থেকে সংগৃহীত নমুনার ডিএনএ বারকোডিংয়ের মাধ্যমে জিনগত বিশ্লেষণ করে অভিযোজনের অজানা রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা হবে। আবার, কুমেরু মহাসাগরের জীবজগতের সঙ্গে সুন্দরবনের জীবজগতের অভিযোজনের তুলনামূলক বিচার করা হবে। গত কয়েকবছরে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে অন্য ৩ মহাসাগর থেকে উষ্ণস্রোত ঢুকেছে কুমেরুতে। সেখানকার জীবদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আমার সংগ্রহ করা নমুনার সঙ্গে এখনকার নমুনার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর খরিয়ার বন্দর বিটের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল এক কিশোরের দেহ। নাম মনবুল খেড়িয়া (১৬)। মেটেলির বাসিন্দা। মৃতের দাদার অভিযোগ, ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুন। তদন্তে নেমেছে পুলিশ

আমার বাংলা

12 February, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বুধবার

ভাঙল বেইলি ব্রিজ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ফের ভেঙে পড়ল বেইলি ব্রিজ। এবার উত্তর সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগকারী সাঙ্গকেলাংয়ে ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। একটি ছোট চারচাকা মালবাহী গাড়ি পার হওয়ার সময় সেতুর মাঝখান থেকে ভেঙে যায়। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে পর্যটনমহলে। সেতুটি মূলত গ্যাংটক হয়ে সাঙ্গকেলাং থেকে উত্তর সিকিমের যোগাযোগ ছিল। ফলে সেটি ভেঙে যাওয়ায় এখন সমস্ত যান চলাচল চুংথাং দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। এর আগে বর্ষায় এই সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে বহুদিন বন্ধ ছিল। প্রসঙ্গত ২০২৪-এ সেপ্টেম্বর মাসে পাহাড়ে অতিবৃষ্টির ফলে এই সেতুটি ভেঙে পড়ার ফলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রশাসন সেনার সহযোগিতা নিয়ে এই সেতুটির পুনর্নির্মাণ করে। মঙ্গলবার ফের দুর্বল এই সেতুটি হঠাৎই ভেঙে পড়ে। এই বিষয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, এই বেইলি ব্রিজটি বহুদিন ধরেই বিপর্যস্ত। দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হবে।

পুলিশের সাফল্য

■ জেলা পুলিশের বিরাট সাফল্য। চুরির সাতদিনের মধ্যেই ২২ কেজি ওজনের গণেশের মূর্তি উদ্ধার করল মাল থানার পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছে এক দুষ্কৃতী। বাগরাকোট এমইএস মোড় এলাকা থেকে রাজকুমার ওরাওঁ(৩৭) নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ওই পিতলের গণেশ মূর্তি।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে ধাক্কা ইঞ্জিনের • আহত বহু

ফের রেল দুর্ঘটনা, আতঙ্কে যাত্রা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ফের দুর্ঘটনার কবলে রেল। ইঞ্জিনের দিক বদলের সময় বিপত্তি। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে সজোরে ধাক্কা। ঘটনায় আহত দুই শিশু-সহ ৬ যাত্রী। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ কোচবিহারের বামনহাটা স্টেশনের ঘটনা। বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন যাত্রীরা। এই ঘটনায় ফের রেলের উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন যাত্রীরা। ঠিক কী ঘটেছিল এদিন? শিলিগুড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে ১৫৪৬৮ শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটির ইঞ্জিনের দিক পরিবর্তন করছিল। সেই সময় হঠাৎ করে ট্রেনের ইঞ্জিনটি সজোরে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা ১৫৪৬৮ শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে। যার ফলে ট্রেনের ইঞ্জিনের পেছনের বগিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খুব জোরে কেঁপে ওঠে ট্রেনের বাকি বগিগুলি। তড়িঘড়ি ট্রেন থেকে নেমে পড়েন বাকি যাত্রীরা। অভিযোগ, ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর রেল পুলিশ ও আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। অন্য যাত্রীরাই

■ দুমড়ে গিয়েছে শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের বগি।

প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। বামনহাটা-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন প্রতিদিন যাতায়াত করে কোচবিহার ও শিলিগুড়ির মধ্যে। এদিন দুর্ঘটনার সময় যাত্রীদের অনেকেই আসন থেকে পড়ে যান। ভয়ে অনেকে ট্রেন থেকে ঝাঁপও দেন। সংঘর্ষের কারণে ওই কামরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন জায়গা দুমড়ে যায়। ভিতরেও অনেক কিছু ভেঙে গিয়েছে বলে খবর। ঘটনায় দুই শিশু-সহ মোট ছ'জন যাত্রী গুরুতর জখম হন। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা চলে। আঘাত গুরুতর থাকায় কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি বলে খবর। কিন্তু কী কারণে এই দুর্ঘটনা? প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ওই ইঞ্জিনের গতিবেগ বেশি ছিল। চালক শেষমুহূর্তে গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। ঘটনার পরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। স্টেশনের মধ্যে যাত্রীরা বিক্ষোভও দেখান। দুর্ঘটনাগ্রস্ত কামরাটিকে বাদ দিয়ে ঘণ্টাদুয়েক পরে ট্রেনটি আবার শিলিগুড়ি যাত্রা করে।

পেভার্স ব্লকের রাস্তার সূচনা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নযজ্ঞ। মাল ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রথমবার

■ কাজের সূচনায় সুশীলকুমার প্রসাদ।

এলেনবাড়ি

পেভার্স রাস্তা হতে চলছে তিস্তা পারের এলেনবাড়ি চা-বাগানে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করে প্রায় ২ কিমি দীর্ঘ পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হবে। মঙ্গলবার রীতিমতো পুজো দিয়ে ফিতে কেটে কাজের সূচনা করলেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ। উপস্থিত ছিলেন বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুনম লোহার, রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিক বড়াইক, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা নিতু তির্কি, বাগড়াকোট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ ছেত্রী, এলেনবাড়ি চা-বাগানের সহকারী ম্যানেজার অরূপ ভাদুড়ি প্রমুখ। কাজের সূচনা করে সুশীলকুমার প্রসাদ বলেন, রাজ্য জুড়ে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। এই কাজের মধ্যে দিয়ে এলেনবাড়ি চা-বাগান নতুন রাস্তা পাবেন মানুষের সুবিধা হবে।

মালদহে বিনীত

■ বিনীত গোয়েলকে গার্ড অফ অনার।

সংবাদদাতা, মালদহ : ঝটিকা সফরে মালদহে এলেন এসটিএফ-এর এডিজি বিনীত গোয়েল। মঙ্গলবার নতুন সার্কিট হাউসে তাঁকে মালদহ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে যান ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুরে এসটিএফ-এর কার্যালয়ে। সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখেন। এরপর তিনি মালদহ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যান। কথা বলেন পুলিশ সুপার প্রদীপ যাদবের সঙ্গে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য উদ্যোগ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছেন রাজ্যের মহিলারা। রোজগারের পথ দেখাতে তৈরি করেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তাঁদের তৈরি সামগ্রী দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে দিতেও নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। মঙ্গলবার এই

■ উপস্থিত কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

মর্মে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হল ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সম্মেলন। জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা এই বৈঠক করেন। ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ী, সভাপতি ডাঃ শান্তনু দাস, চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি জয়ন্ত সোম, সজল ভগৎ-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীরা। স্বনির্ভর দলের মহিলাদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলিকে আরও কীভাবে জেলার বাইরেও মার্কেটিং করা যায় সে-ব্যাপারে কর্মশালায় আলোচনা হয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশে দল ও প্রশাসন • পরিষেবায় একাধিক ব্যবস্থা

নিখরচায় মিলছে টোটো ও অ্যাম্বুল্যান্স

সংবাদদাতা, মালদহ : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে টোটো ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দিচ্ছে ইংরেজবাজার শহর আইএনটিটিইউসি। পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে টোটো ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বিষয়টি যেন জানতে পারে সেজন্য শহরের বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল নম্বর-সহ পোস্টার দেওয়ার পাশাপাশি মাইকে প্রচার করা হয়। মোবাইল নম্বরে ফোন করলেই বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে টোটো। বিনামূল্যে পৌঁছে দেবে পরীক্ষাকেন্দ্রে। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির এই প্রয়াস সাড়া ফেলেছে গোটা ইংরেজবাজার শহরজুড়ে। কোনও পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও শুরু হয়েছে। জরুরিকালীন ভিত্তিতে টোটো ও অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত থাকছে সবসময়। ফোন পেলেই টোটো নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে হাজির হয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরা। পরীক্ষার্থীদের একেবারে পৌঁছে দিচ্ছেন পরীক্ষাকেন্দ্রে। ইংরেজবাজার শহর আইএনটিটিইউসি সভাপতি অম্বরীশ চৌধুরি

■ মালদহে আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে টোটো পরিষেবা।

জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যে টোটো ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।

ছাত্রীকে পৌঁছে দিল পুলিশ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে যানজটের মুখে পড়ল ছাত্রী। কীভাবে সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছবে এই চিন্তায় যখন সে দিশাহারা তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল পুলিশ। পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ এসে ছাত্রীর সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করেন। একটুও সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি বাইকে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন ওই পুলিশ কর্মী। সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পেরে

■ শিলিগুড়িতে বাইকে করে ছাত্রীকে পৌঁছে দিচ্ছেন পুলিশ কর্মী।

পুলিশ কর্মীকে ধন্যবাদ জানায় ছাত্রী রিঙ্কু দাস। ছাত্রীটির পরিবারের তরফেও পুলিশ কর্মীকে ধন্যবাদ জানানো হয়। পুলিশের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দারা।

আমার বাংলা
12 February, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বৈঠকে সেচমন্ত্রী, সাংসদ ও পুরো কমিটি

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আরও একধাপ এগোনোর পরিকল্পনা নিয়ে আবার বৈঠক হতে চলেছে ঘাটালে। ইতিমধ্যে বোরিং করে মাটি পরীক্ষার জন্য পাঠানোর কাজ চলছে। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ঘাটাল টাউন হলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। যেখানে সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব এবং জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুরো কমিটির থাকার কথা রয়েছে। সেচমন্ত্রী মানস জানান, ইতিমধ্যে ওইদিন কী কী বিষয় নিয়ে মিটিং হবে তার এজেন্ডা তৈরি হচ্ছে। ওই দিন মিটিংয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কেন্দ্রের বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়েছেন। তাই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত হবেই। সেই মতো আমরা এগিয়ে চলেছি। দফায় দফায় বৈঠক হচ্ছে। ১৬ তারিখের বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সফল করবই।

পুলিশকাকু ২ পরীক্ষার্থীকে পৌঁছে দিল পরীক্ষাকেন্দ্রে

পুলিশকাকুর মোটরবাইকে দুই পরীক্ষার্থী।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বাঁশপাহাড়িতে পুলিশের উদ্যোগে মাধ্যমিক দিল এক ছাত্র ও ছাত্রী। মঙ্গলবার ছিল দ্বিতীয় দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর দুই ব্লকের বেলপাহাড়ি থানার বাঁশপাহাড়ি এলাকার পচাপানি গ্রামের বৃষ্টি সেন ও দেবদাস বাউড়ির মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছিল ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি এস সি হাইস্কুলে। বাঁশপাহাড়ি বাসস্ট্যান্ডে তারা বাস ধরে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য এসেছিল। কিন্তু তাদের আসতে একটু দেরি হাওয়ায় সেই সময় আর কোনও বাস ছিল না। ফলে দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়ে। কীভাবে তারা বেলপাহাড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবে তা বুঝে উঠতে পারেনি। সেই সময় ত্রাতার ভূমিকায় পাশে এসে দাঁড়ান বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। তাদের দু'জনকে মোটরবাইকে বসিয়ে পৌঁছে দেন বেলপাহাড়ি এস সি হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে। ফলে ওরা মঙ্গলবার পরীক্ষায় বসতে পারে। পুলিশকাকুর এই ভূমিকায় খুশি ওরা। দু'জনেই জানাল, পুলিশ যদি তাদের পাশে না থাকত তাহলে তারা মঙ্গলবার পরীক্ষায় বসতে পারত না। সেই জন্য ওই ছাত্র ও ছাত্রী বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকর্মীদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানান।

ইটভাটায় খেলতে গিয়ে চাপা পড়ে মৃত ২ শিশু

সংবাদদাতা, বোলপুর : ইটভাটায় খেলতে গিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হল। বোলপুর থানা এলাকার বড়ডিহায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় দুই শিশু বিকেলবেলায় খেলতে যায় ওই ইটভাটায়। আচমকা ইটভাটার মাটি ধসে দুই শিশু চাপা পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে না ফেরায় গ্রামবাসীরা শিশু দুটিকে খুঁজতে গিয়ে দেখে তারা মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। মাটি সরিয়ে শিশু দুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ইটভাটার মালিক সুশীল রায়কে বহুবার বলা হয়েছে এলাকায় বাচ্চারা খেলাধুলা করে তাই মাটির জমায়েত যেন সাবধানে রাখে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। যে দুটি শিশু মারা গিয়েছে তাদের নাম কাঞ্চন সরেন ও রকি মুর্মু। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় বোলপুর থানার পুলিশ। শিশু দুটির পরিবারের দাবি, যতক্ষণ না ইটভাটার মালিক ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেবেন না। পরে বোলপুর থানার পুলিশের মধ্যস্থতায় মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

বোলপুর

নদিয়ায় পাঁচ লক্ষ টাকার হেরোইন-সহ গ্রেফতার এক

পুলিশের হেফাজতে জাহিদ আলি মণ্ডল।

সংবাদদাতা, নদিয়া : ২৫৮ গ্রাম হেরোইন সহ পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। সোমবার দুপুরে ধুবুলিয়া থানার মায়াপুর মোড় থেকে। বাজেয়াপ্ত ওই হেরোইনের বাজারমূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের নাম জাহিদ আলি মণ্ডল। বাড়ি পলাশিপাড়া থানার বড়নলদা এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে জাহিদ আলি মণ্ডল নবদ্বীপ থেকে এই হেরোইন নিয়ে ঘাট পার করে মায়াপুরে আসে। সেখান থেকে বাসে চেপে মায়াপুর মোড়ে নামে জাহিদ। মাঝবয়সী জাহিদ দীর্ঘদিন ধরেই মাদক কারবারের কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মায়াপুর মোড়ে পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সেই মতো বাসটি থামতেই পুলিশ ওই যাত্রীকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে তার কাছে থাকা একটি ব্যাগ থেকে ২৫৮ গ্রামের হেরোইন বাজেয়াপ্ত করে।

প্রয়াগরাজে পথদুর্ঘটনায় মৃত পুরুলিয়ার ৩ পুণ্যার্থী

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : কুম্ভস্নান করতে গিয়ে এবার পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পুরুলিয়ার তিন মহিলার। মঙ্গলবার ভোরে প্রয়াগরাজে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে। ওই পাম্পের সামনে গাড়ি পার্কিং করেছিলেন তীর্থযাত্রী বোঝাই বাসের চালক। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে রাস্তা পারাপার করে হাতমুখ ধুয়ে ফেরার সময় একটি লরি ধাক্কা মারে ওই তিনজনকে। মৃতেরা হলেন কুন্তী মাহাতো (৬৫), জাগরী মাহাতো (৪৫) ও আলপনা মাহাতো (৪৪)। এঁদের বাড়ি কেন্দা থানার গোপলাডি গ্রামে।

জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁরা খবর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে পুলিশ। দ্রুত দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন।

মৃত্যুশোক নিয়েই বাবার স্বপ্নপূরণে পরীক্ষা প্রিয়ার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বাবা চেয়েছিলেন, মেয়ে হাসিমুখে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাক। তাই বাবার মৃত্যুর মাত্র ১১ দিনের মাথায় জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় বসল মেয়ে। বাবার মৃত্যুর শোক সামলে বাবার স্বপ্নপূরণই এখন একমাত্র লক্ষ্য পূর্ব বর্ধমানের মেমারির প্রিয়া মাহাতোর। বাবার চলে যাওয়ার কষ্ট এখনও টাটকা, শেষ হয়নি পারলৌকিক কাজও। তবু বাবার ইচ্ছে বাস্তবায়ন করতে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই লালপাড় সাদা শাড়িতে হাজির মেমারির বৈদ্যডাঙা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে। কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছেন বাবা রাজু মাহাতো। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাবাই ছিলেন প্রিয়ার অনুপ্রেরণা। বাবার স্বপ্ন ছিল, মেয়ে যেন পড়াশোনায় মনোযোগী থাকে, ভাল ফল করে এগিয়ে যায় জীবনে। সেই স্বপ্নই পূরণ করতে বাবার শোকে মুহ্যমান হয়েও পরীক্ষা দিতে বসেছে প্রিয়া। বাবার শেষ ইচ্ছে পূরণের সংকল্পে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত শিক্ষক, সহপাঠী ও স্থানীয়রা প্রিয়ার এই মানসিক দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত ও গর্বিত। বন্ধুরাও পাশে দাঁড়িয়েছে। সবার আশা, প্রিয়া ভাল ফল করবে এবং বাবার স্বপ্নপূরণ করতে পারবে। প্রিয়া জানিয়েছে, বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন যেকোনও অবস্থাতেই যেন পরীক্ষা দিই। তাই এই লড়াই আমাকে লড়তেই হবে। দুটো পরীক্ষা ভালই হয়েছে।

অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে কোপ দুষ্কৃতীর

সংবাদদাতা, এগরা : এক গৃহবধূর বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার ঘটনায় চাঞ্চল্য পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা- ২ ব্লকের দেশপ্রাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজেন্দ্রচক এলাকায়, সোমবার গভীর রাতে। আক্রান্ত গৃহবধূর নাম কাজল প্রামাণিক (৪০)। সোমবার রাতে বাড়ির বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। চিৎকার চেঁচামেচি হতেই চম্পট দেয় তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই গৃহবধূ। স্বামী তপন প্রামাণিক মৎস্যজীবী। তিনি প্রায়ই বাইরে থাকেন। একমাত্র ছেলেও কাজের জন্য বাইরে থাকে। সোমবার রাতে খাওয়াদাওয়া করে বউমা ঘরে এবং কাজল বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় হামলা। কারা কেন হামলা চালাল পরিষ্কার নয়। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

12 February, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বুধবার

বাইকে চণ্ডীপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোমবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়েন ৩ বন্ধু। হাসপাতালে নিয়ে গেলে বাইকচালক সুশান্ত ভর্তাকে (২২) মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। বাড়ি বীরবন্দরের পাটনায়

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ১৩ নামী সংস্থার ৫.২৫ কোটির লেটার্স অফ ইনটেন্ট স্বাক্ষর

নদিয়ার সৃষ্টিশ্রী মেলায় প্রশাসনের উদ্যোগে সফল বায়ার্স-সেলার্স মিট

প্রতিবেদন : সদ্য হওয়া নদিয়ার সৃষ্টিশ্রী মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থার মোট ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরকারী সংস্থাগুলি সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত সামগ্রী কিনে নেবে। ফলে তাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হবে। বেসরকারি সংস্থাগুলি কত পরিমাণ সামগ্রী কিনবে তার প্রাথমিক একটা হিসেবনিকেশ করা হয়েছে মেলাপ্রাঙ্গণেই। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করতে এই প্রথম এমন উদ্যোগ নিয়েছিল জেলা প্রশাসন। নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ জানিয়েছেন, সৃষ্টিশ্রী মেলায় ক্রেতা-বিক্রেতাদের মুখোমুখি বসানো হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত সামগ্রী কিনতে ইচ্ছুক এমন কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাকে সেখানে ডাকা হয়। বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধও হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। জেলা প্রশাসনের তরফে সারা বছরই মহিলাদের এই গোষ্ঠীগুলির ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। যাতে তাঁরা তাঁদের তৈরি জিনিস বিক্রি করে লাভবান হয়ে উঠতে পারেন।' সম্প্রতি কৃষ্ণনগর শহরের গভর্নমেন্ট কলেজ মাঠে আয়োজিত হয় সৃষ্টিশ্রী মেলার। নদিয়ার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও পূর্ব বর্ধমানের বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠী সেই মেলায় অংশ নেয়। প্রায় ৭০টির মতো স্টলে শতাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী তাদের সদস্যদের তৈরি সামগ্রী সাজিয়ে বসেছিল বিক্রির উদ্দেশ্যে। সেই মেলাতেই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বায়ার্স-সেলার্স মিটে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মুখোমুখি বসানো হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা বেসরকারি সংস্থাগুলির সামনে নিজেদের সামগ্রী তুলে ধরে। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিতেও কার্যত হাতেখড়ি হল বলা যায়। প্রশাসন

■ শংসাপত্র দান স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যকে।

কর্তাদের কথায়, বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের সুন্দর জিনিস তৈরি করে। কিন্তু উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার কৌশলে অনেক পিছিয়ে। ফলে ব্যবসা ঠিকমতো এগোয় না। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ১৩টি নামজাদা বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ১৫টি লেটার্স অব ইনটেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর বাইরেও কিছু গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলাতেই কোনও কোনও বেসরকারি সংস্থার লক্ষাধিক টাকার চুক্তি হয়েছে। জামদানি শাড়ি, বেডশিট, অর্গানিক বা জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন হলুদগুঁড়ো-সহ ব্ল্যাক রাইস, গুড়, গোবিন্দভোগ চাল, চিঁড়ে, ঘি, পাটের সামগ্রী কেনার চুক্তি হয়েছে দুই তরফের মধ্যে। ডিআরডিসি-র এক কর্তা জানান, বায়ার্স-সেলার্স মিটের পাশাপাশি সৃষ্টিশ্রী মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্যাকেজিং শেখানোর কর্মশালাও করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এবার ৩০ লক্ষ টাকার নগদ বেচাকেনা হয়েছে এই মেলায়।

রাতে হল অস্ত্রোপচার বিধায়কের সাহায্যে হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দিল সুলতানা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় হঠাৎই পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। মেয়েকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসেন বাড়ির লোকজন। চিকিৎসকেরা বলেন, দ্রুত অস্ত্রোপচার করতে হবে। এদিকে রাত পোহালেই মেয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা! তবে বাড়ির লোকজন সিদ্ধান্ত নেন, আগে মেয়ের জীবন! তাই পরিবারের সম্মতিতে রাত ১২টা নাগাদ অস্ত্রোপচার হয় মেদিনীপুর কলেজিয়েট বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুলতানা খাতুনের। সকালে একটু সুস্থ হতেই বাড়ির লোকজনকে বলে, 'পরীক্ষা দিতে চাই।' মুশকিল আসান হয়ে দেখা দেয় মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরার একটি ফেসবুক পোস্ট! যেখানে নিজের ফোন নম্বর দিয়ে তিনি পোস্ট করেন, 'কোনও পরীক্ষার্থী যদি অসুবিধায় পড়েন, এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন।' সুজয়ের এই পোস্ট চোখে পড়ে সুলতানার এক দাদার। সুলতানাদের বাড়িও বিধায়ক সুজয় হাজরার মিঞাবাজারের বাড়ির অদূরেই তালমাল বস্তিতে। এরপরই, নিজের পরিচয় দিয়ে পুরো বিষয়টি বিধায়ককে জানান সুলতানার ওই দাদা। সকাল ৮টার মধ্যেই তার পরীক্ষা দেওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বিধায়ক। তিনি ফোন করেন এবং সুলতানার অ্যাডমিট কার্ড পাঠান যথাক্রমে পর্ষদের আঞ্চলিক দফতর এবং মনিটরিং কমিটির জেলা আহ্বায়ক সুভাষ হাজরা ও সুলতানার নিজের স্কুল (কলেজিয়েট বালিকা বিদ্যালয়) ও পরীক্ষাকেন্দ্রের (অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়) প্রধান শিক্ষিকাদের। সকাল ১০টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। ১১টা থেকে হাসপাতালে নিজের বেডে বসেই পরীক্ষা দেওয়া শুরু করে সুলতানা।

পুলিশের শুভেচ্ছা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মঙ্গলবার মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে রান্টুয়া হাইস্কুলের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করে তাদের হাতে দেওয়া হয় জলের বোতল, কলম ও ফুল। ফলে খুশি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকেরা। উপস্থিত ছিলেন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধি, প্রোফেশনাল আইপিএস আলোক কুমার, থানার এসআই সুমন ঘোষ-সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকেরা। ওসি সুদীপ পালোধি বলেন, এটা তোমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। সকলের সাফল্য কামনা করি।

পাশে গলসি পুলিশ, ৩৮ পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নে সময়ে পৌঁছল পরীক্ষাকেন্দ্রে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গলসি থানার পুলিশের সহযোগিতায় ৩৮ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মঙ্গলবার সময়মতো কেন্দ্রে পৌঁছে নির্বিঘ্নে দিতে পারল ইংরেজি পরীক্ষা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুসকরা-বর্ধমান বাসে গলসিতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন ৩২ পরীক্ষার্থী। কিন্তু ৮-১০ কিলোমিটার আগে বনসুজাপুর রেলগেটের ওপর খারাপ হয়ে যায় বাসটি। উপায়ান্তর না পেয়ে পরীক্ষার্থীরা হাঁটতে শুরু করে। এলাকার ভিলেজ পুলিশের মাধ্যমে খবর

■ পুলিশের গাড়িতে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হল।

পেয়ে গলসি থানার ওসি অরুণকুমার সোম তৎক্ষণাৎ ৫-৬টি গাড়ি নিয়ে সেখানে পৌঁছে সেই গাড়িতেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন। অন্যদিকে গলসির ওই কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের পৌঁছে দিয়ে বেরিয়েই ওসি জানতে পারেন গলিগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে ৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দীর্ঘক্ষণ বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ফের গাড়ি নিয়ে সেখানেও পৌঁছন এবং ৬ জনকেই নিজের গাড়িতে করে গলসি উচ্চ বিদ্যালয় ও কালীমাতাদেবী উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেন।

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পথে ও পরীক্ষাকেন্দ্রে পুরপ্রধান

সংবাদদাতা, কাঁথি : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় সেজন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঁথি পুরসভার কোনও এলাকায় যাতে পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধে না হয় সেজন্য একেবারে পথে নেমে নিজেই পরিস্থিতি সামাল দিলেন পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি। তিনি ও পুরসভার কাউন্সিলররা বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে পরীক্ষার্থীদের সুবিধা দেখার পাশাপাশি তাদের জলের বোতল, কলম ও গোলাপ ফুল তুলে দেন পুরপ্রধান। সোম ও মঙ্গলবার কাঁথির তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্র ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, হরিসভা হাই স্কুল ও রাখালচন্দ্র বিদ্যাপীঠে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান তিনি।

■ পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা সুপ্রকাশ গিরির।

সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া পাড়ি দিচ্ছে মহিষাদলের গহনা-বড়ি

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • মহিষাদল

স্বাদ এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয় পূর্ব মেদিনীপুরের গহনা-বড়ি। জেলার ঐতিহ্যবাহী এই গহনা-বড়ি এবার পাড়ি দিচ্ছে সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সত্যজিৎ রায় সকলেই প্রশংসা করেছিলেন মেদিনীপুরের মহিলাদের হাতে তৈরি এই গহনা-বড়ির। এখনও গহনা-বড়ির স্বাদ এবং সৌন্দর্য অটুট। জিআই স্বীকৃতি না পেলেও সামাজিক এবং প্রশাসনিক স্তরে গহনা-বড়ির প্রশংসা সবসময় বহাল। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের বিশ্ব কলাকেন্দ্রের মহিলাদের তৈরি গহনা বড়ি মঙ্গলবার বাক্সবন্দি করে আন্তর্জাতিক কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্রায় এক মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় মহিষাদলের গহনা-বড়ি দেখে মুগ্ধ হন প্রবাসী বাঙালি রামকৃষ্ণ দে। তাঁর আদি বাড়ি ঝাড়গ্রামে হলেও কর্মসূত্রে এখন ঠিকানা ক্যালিফোর্নিয়া। সোশ্যাল মিডিয়া

থেকে তিনি যোগাযোগ করেন বিশ্ব কলাকেন্দ্রের সঙ্গে। অর্ডারমতো বড়ি প্রস্তুত করে মঙ্গলবার তা পাঠানো হল বিদেশে। মোট ২১০ পিস গহনা বড়ি পাঠানো হল এদিন। পাশাপাশি ঝোলের বড়ি পাঠানো হয়েছে সাড়ে চার কেজি। সুনিপুণ হাতের কারুকার্যে নকশাদার এই খাদ্যদ্রব্যের রূপে-গুণে মোহিত হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'গহনা-বড়ি শুধুমাত্র দেখার জন্য, খাওয়ার জন্য নয়।' সেই বড়ি এখন গোটা জেলার অলংকার। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছে যাবে মহিষাদলের এই গহনা বড়ি। নকশাদার এই ভোজ্যবড়ি বিশ্ব কলাকেন্দ্রের তরফে প্রস্তুত করেছেন সংস্থার সদস্যা পাপিয়া সামন্ত-সহ আরও অনেকে। সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অর্ডার পেয়ে রাতদিন এক করে তৈরি করা হয়েছে এই বড়ি। এতদিন রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গহনা বড়ি রফতানি হত। এবার বিদেশেও যেভাবে মেদিনীপুরের গহনা বড়ির আকর্ষণ বেড়েছে তাতে জেলার এই সুপ্রাচীন শিল্প এক অন্য মাত্রা পেল বলা চলে। বিশ্ব কলাকেন্দ্রের কর্ণধার বিশ্বনাথ গোস্বামী জানান, 'এটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের বিষয়। যিনি একবার গহনা বড়ি খেয়েছেন সেই স্বাদ কোনওদিন ভুলতে পারবেন না। তাই একজন প্রবাসী বাঙালি সমাজ মাধ্যমে আমাদের এই বড়ি অর্ডার করেছিলেন। মঙ্গলবার পাঠানো হল। এই বড়ি আগামী দিনে জিআই স্বীকৃতি পাক এটাই সরকারের কাছে আবেদন।'

১০
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

12 February, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফালাকাটা ব্লক অঞ্চল সম্মেলনে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ২ হাজার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলার অন্য এলাকার মতোই ফালাকাটা ব্লকেও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ঢল নেমেছে। গোটা জেলাতেই বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থা খুব খারাপ। সম্প্রতি ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে ব্লকের দশটি গ্রামপঞ্চায়েত অঞ্চলের ন'টিতে সম্মেলন হয়েছে। আর প্রতিটি অঞ্চল সম্মেলনেই দলে দলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। যোগদানকারীদের মধ্যে নারী-পুরুষ কর্মী-সমর্থকরা যেমন আছেন, তেমনই রয়েছেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নির্বাচিত বিজেপি জনপ্রতিনিধিরাও। এবার অঞ্চল সম্মেলনে সেই সংখ্যাটা প্রায় দু'হাজার ছুঁয়েছে বলে দাবি ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাসের। দলগাঁও অঞ্চল সম্মেলনে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির দুই সদস্য ১৩/৩৮ বুথের রাখিনা ওরাওঁ ও সুষমা গুড়িয়া মিঞ্জ। এছাড়াও ওই এলাকার বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিরসা ওরাওঁ তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় দাস জানান, এখনও জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সম্মেলন বাকি আছে, সেদিনও আরও অনেক বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও জনপ্রতিনিধি যোগ দেবেন।

বিরসা ওরাওঁয়ের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন সঞ্জয় দাস ও সুভাষ রায়।

তলব ১৯ ডাক্তারকে

(প্রথম পাতার পর)

মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ দীপঙ্কর প্রধান, ডাঃ সৌমিক সাহা, ডাঃ শৈবাল মাইতি, ডাঃ শিবশঙ্কর দে, ডাঃ ভজনচন্দ্র সরকার, ডাঃ সুপ্রতিম গিরি, শালবনী সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ডাঃ দিলীপকুমার বেরা, হাওড়া জেলা হাসপাতালের ডাঃ আশুতোষ মাল, জঙ্গিপুর সাব ডিভিশনাল হাসপাতালের ডাঃ সামিনুল্লা লস্কর, পাঁশকুড়া সাব ডিভিশনাল হাসপাতালের ডাঃ দেবদ্যুতি মহাপাত্র, এমআর বাঙুর হাসপাতালের ডাঃ সুশোভন মণ্ডল, কেশিয়ারি ব্লক প্রাইমারি হেলথ ক্লিনিকের ডাঃ প্রণয় ঘোষ, পাঁশকুড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ডাঃ সায়ন হাজরা, রঘুনাথপুর সাব ডিভিশনাল হাসপাতালের ডাঃ সন্দীপকুমার প্রামাণিক, বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালের ডাঃ অমিতকুমার হালদার, নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ সরবিন্দ মণ্ডল, ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালের ডাঃ সৌম্য পাল, বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালের ডাঃ ঔনিক দাস।

ডাক্তারদের হাজিরার রেজিস্টারে তাঁদের নাম এবং তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ঢোকার প্রমাণ পেয়েই স্বাস্থ্য ভবনের তদন্ত কমিটি এই চিকিৎসকদের চিহ্নিত করেছে। হাজিরার সময় সর্বশেষ পে-স্লিপ ও প্রাইভেটে প্র্যাকটিসের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি-সহ বিভিন্ন নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্যভবন জানিয়েছে, নন-প্র্যাকটিসিং পোস্টে থেকে, সরকারের কাছ থেকে নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা নেওয়া সত্ত্বেও আপনারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালিয়ে গিয়েছেন। স্বাস্থ্যসাথী স্কিমে বেসরকারি ক্ষেত্রে রোগী দেখেছেন। সেই কারণেই আপনাদের তদন্ত কমিটির সামনে নিজেদের বক্তব্য রাখার জন্য হাজির হতে বলা হচ্ছে। সরকারের থেকে ভাতা নিয়েও সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা না দিয়ে কোন আক্কেলে বেসরকারি নার্সিংহোমে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন তাঁরা? জবাব চায় স্বাস্থ্য দফতর।

রাজ্য পুলিশের সাফল্য

১৬ হাজার কেজি বিস্ফোরক আটক

সংবাদদাতা, বীরভূম : রাজ্য পুলিশের বিরাট সাফল্য। বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরকবোঝাই ট্রাক আটক করল বীরভূমে রামপুরহাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ভোররাতে মনসুবা মোড়ের কাছে রামপুরহাট থানার আইসি সুকমল ঘোষ নাকা চেকিং করছিলেন। সেই সময় তেলেঙ্গানার নম্বরের একটি ট্রাককে সন্দেহ হওয়ায় আটকায় পুলিশ। ট্রাকে থাকা তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সদুত্তর না পেয়ে পুলিশ ট্রাকে তল্লাশি চালায়। তখনই দেখা যায়, ট্রাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নামক

বিস্ফোরক পাচার করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চালক-সহ আরও দু'জনকে পুলিশ আটক করে রামপুরহাট থানায় নিয়ে আসে। বিস্ফোরকবোঝাই ট্রাকটিও আটক করে। পুলিশ সুপার আমনদীপ জানিয়েছেন, ট্রাক থেকে ১৬ হাজার কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৩২০টি বস্তায় এই বিস্ফোরক পাচার করা হচ্ছিল। গ্রেফতার তিনজনের নাম ভেঙ্কটেশ ওয়ালা মোকাম্মা, শেখ পাশা ও বোমাকান্তি বেণুগোপাল। তিনজনেই তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। ওদের হেফাজতে নিয়ে জানার চেষ্টা চলছে, বিপুল বিস্ফোরক কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল। আদালত ওদের চারদিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছে।

চা-বাগানে খাঁচাবন্দি চিতা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বেশ কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলেন কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া চা-বাগানের বাসিন্দারা। তার ফলে বাগানের সব মহল্লায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। সন্ধের পর কেউই বাড়ি ছেড়ে বের হওয়ার সাহস করছিল না। এরপর বাগানের বাসিন্দারা বিষয়টি চা-বাগান কর্তৃপক্ষকে জানান। চা-বাগান কর্তৃপক্ষ এরপর বন দফতরের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করলে, বন দফতর চুয়াপাড়া চা-বাগানের ২৮ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতে ছাগলের টোপ দিয়ে। মঙ্গলবার সকালে চা-শ্রমিকেরা ওই সেকশনে গিয়ে দেখেন খাঁচায় একটি চিতাবাঘ আটকা পড়েছে। বন দফতরকে খবর দিলে, তারা এসে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সায়েন্টিস্ট জয়দীপকে পেয়ে গর্বিত শিলিগুড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। এরপর মুম্বই আইআইটি থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। পরে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়েই বাজিমাত। গোটা দেশের মধ্যে তিনি হলেন প্রথম হয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন শিলিগুড়ির ছেলে জয়দীপ রায়। ইউপিএসসি কম্বাইন্ড জিও সায়েন্টিস্ট এক্সাম ২০২৪-এ সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন জয়দীপ। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো কঠিনতম পরীক্ষায় এত বড় সাফল্য অর্জন করায় জয়দীপ উচ্ছ্বসিত। বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানালেন, কিছুদিন

জয়দীপ রায়।

পরেই তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক হিসেবে যোগদান করতে চলেছেন। বললেন, খুব খুশি হয়েছি শিলিগুড়ির মেয়রের হাত থেকে সংবর্ধনা নেওয়ার মুহূর্তে। নতুন প্রজন্মকে এইসব পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলেন, সারা বছর প্রস্তুতি ঠিকঠাক নিতে পারলে সাফল্যলাভ হবেই।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়দীপ শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল প্রাথমিক পাঠ নেন। পরে যাদবপুর ও মুম্বই আইআইটি। মেয়র গৌতম দেব জানালেন, এমন কৃতী ছাত্রের জন্য আমরা সকলে গর্ব অনুভব করছি।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গভীররাতে রাজ্য সড়ক ধরে ছুটে চলেছে গাড়ি। সন্দেহ হতেই আটকায় কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। তল্লাশিতে উদ্ধার ১২০ লিটার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ফেন্সিডিল। গ্রেফতার দুই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেনারস থেকে মুর্শিদাবাদে অবৈধভাবে এই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ নিয়ে আসা হচ্ছিল।

এবার এলপিজিতে

(প্রথম পাতার পর)

কেন্দ্রে রান্নার সময় ঘটে যায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ১৮ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মরত এক ৫৫ বছর বয়সি কর্মী কাঠের উনুনে রান্না করার সময় আচমকা তাঁর কাপড়ে আগুন লেগে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। সেইসময় মাঠে কাজ করা এক কৃষক ঘটনাটি দেখতে পান এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করতে ছুটে আসেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ওই কর্মীর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর মৃত কর্মীর পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়।

চালু কর্তৃপক্ষের

(প্রথম পাতার পর)

হাসপাতালে এই ইন্টারনেট পরিষেবা একমাত্র প্রশাসনিক এবং শিক্ষামূলক কাজেই ব্যবহৃত হবে, সেই কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ। একমাত্র খোলা থাকবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সরকারি ওয়েবসাইটগুলি, হোয়াটসঅ্যাপ, জিমেইল, ইয়াহু এবং ভিডিও কনফারেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় সাইটগুলি।

আজ পেশ রাজ্য বাজেট

(প্রথম পাতার পর)

আসলে আর্থিকভাবে যাঁরা সবচেয়ে পিছিয়ে তাঁদের উন্নতি না করতে পারলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। মন্ত্রীর সংযোজন, শুধু সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশই নয়, ধীরে ধীরে ছাত্র, যুব, কর্মচারী, শ্রমিক, মহিলা-সহ সমাজের সর্বস্তরকেই উপকৃত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রত্যাশিতভাবে এবারের বাজেটের অভিমুখও সেদিকেই থাকবে বলা যেতে পারে।

বাংলায় তৃণমূল সরকারের অন্যতম স্লোগান হল, 'এগিয়ে বাংলা'। শোভনদেব বলেন, এই এগিয়ে বাংলা শুধু স্লোগান নয়, আমাদের সরকারের উন্নয়নের প্রধান মন্ত্রও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা প্রতি মুহূর্তে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মন্ত্রীর দাবি, ২০১১ সালের আগে কৃষিতে যা ছিল আমরা তার চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছি। এখন সারা দেশের নিরিখে বাংলায় কৃষকদের আয় সবচেয়ে বেশি।

রাজ্যে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী আলোচনা-গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিধানসভায় তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, সবকিছুকে একপাশে সরিয়ে রেখে একযোগে বিধানসভার নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে দলকে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য সামাজিক প্রকল্পগুলি একটিও বন্ধ করেননি। বরং উত্তরোত্তর এই প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন কয়েক কোটি মানুষ। বিশেষ করে বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে এই সামাজিক প্রকল্পগুলির গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। এবারের বাজেটেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সামাজিক প্রকল্পে কত বরাদ্দ রাখছে বা বাড়াচ্ছে সেদিকেও লক্ষ্য থাকবে সকলের। রাজ্য জুড়ে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেসব খাতেও নতুন কী বরাদ্দ আসছে, সেইসঙ্গে কোন খাতে কী বাজেট বরাদ্দ হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায়।

একদিনে ৩৪ গলব্লাডার অপারেশন

(প্রথম পাতার পর)

বিশেষ এই অস্ত্রোপচারের উদ্যোগ নেন। শনিবারের মধ্যে আমরা প্রায় ২৫০ জনের অপারেশন করব। দু'দিনে ৬৪ জনের অপারেশন হয়েছে। সবারই ল্যাপকোলি অর্থাৎ মাইক্রো সার্জারি করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই সুস্থ আছেন। গলস্টোন অপারেশনের জন্য যাতে রোগীদের দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকতে না হয় তার জন্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে বেজায় খুশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকজনেরাও। তাঁরা বলছেন, এর ফলে অনেক দ্রুত অস্ত্রোপচার সম্ভব হল। প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যের সহ-সভাপতি ও বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার কতটা উন্নতি হয়েছে এই ঘটনায় তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। শুধু সারা দেশেই নয়, একসঙ্গে একদিনে এতজনের গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করে বিশ্বে নজির সৃষ্টি করল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহাকুম্ভ থেকে বাসে করে অন্ধ্রপ্রদেশে বাড়ি ফেরার পথে সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৭ তীর্থযাত্রী। মধ্যপ্রদেশে জবলপুরের জেলা সদর থেকে ৫০ কিমি দূরে সিহোরা শহরে মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে

দিল্লি দরবার

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট সাকেতের

করছাড় নিয়ে এত নাচানাচি কেন, প্রশ্ন তুললেন দোলা

প্রতিবেদন: এবারের বাজেটে কর ছাড় নিয়ে কেন এত নাচানাচি করা হচ্ছে? রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। দলের সাংসদ দোলা সেনের বক্তব্য, যাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তারা আসলে দেশের মধ্যবিত্তদের ১০ শতাংশ মাত্র। বাকি ৯০ শতাংশ লোকের কী হবে? প্রশ্ন তোলেন তিনি। এদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার আর এক সাংসদ সাকেত গোখেল মঙ্গলবার মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতীকী চার্জশিট জমা দিলেন রাজ্যসভায়। তাঁর অভিযোগ, নোটবন্দির পর থেকে দেশের অর্থনীতি ক্রমেই তলানিতে এসে ঠেকছে। বিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার না করে মোদি সরকার সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছে তা ব্যাখ্যা করেন সাকেত গোখেল।

এই প্রসঙ্গেই দেশের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন দোলা সেন। বিশ্বের বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যখন কমছে, তখন আমাদের দেশে কেন পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমছে না, প্রশ্ন তোলেন দোলা সেন। এই প্রসঙ্গেই দোলার তোপ— এত দাম, খাব কী? তাঁকে সমর্থন জানান তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের তাবড় সাংসদরা। গত এক দশকে দেশে যেভাবে বেকারত্ব বেড়েছে, তা সর্বকালীন রেকর্ড, এই বিষয়ে পুরোপুরি চুপ করে থেকেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, অভিযোগ করেন দোলা। এবারের বাজেট বিহারমুখী, এই নিয়ে তাঁদের কোনও ক্ষোভ নেই, বলেন দোলা সেন। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের তীব্র নিন্দা করেন তিনি। দেশের মানুষ এই জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে মোদি সরকারকে উচিত শিক্ষা দেবে, হুঁশিয়ারি তৃণমূল সাংসদের।

বাংলা বিরোধী বাজেট কেন? লোকসভায় অস্বস্তিতে মোদি সরকার

১০০ দিনের কাজ নিয়ে মিথ্যাচার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর, প্রতিবাদে ফেটে পড়ল তৃণমূল

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● দিল্লি

কেন তিনি বাংলা বিরোধী বাজেট পেশ করেছেন? লোকসভা দাঁড়িয়ে তৃণমূল সাংসদদের এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। মঙ্গলবার বাজেট বিতর্কের জবাবি ভাষণ দেওয়ার জন্য নির্মলা সীতারমন বক্তব্য রাখতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল সাংসদরা। কেন বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে, কেন মনরেগা, আবাস যোজনা-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য বিরাট অঙ্কের টাকা বকেয়া রাখা হয়েছে? প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, প্রতিমা মণ্ডল, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষ-সহ একঝাঁক তৃণমূল সাংসদদের এই প্রশ্নবাণের মুখে পড়ে তখন রীতিমতো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর।

এই পরিস্থিতিতে বাংলার বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে জুতসই কোনও সাফাই হাতের সামনে না পেয়ে ফের মিথ্যাচারের পথেই হাঁটলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। লোকসভায় দাঁড়িয়েই

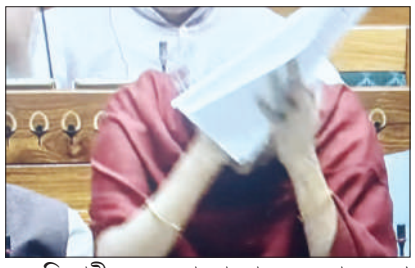

■ বিরোধীদের সমালোচনায় লজ্জায় মুখ ঢাকলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

তিনি দাবি করেন মনরেগা প্রকল্পের আওতায় বাংলায় ২০ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে একযোগে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। গত বছরের ৩০ জুলাই লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, মালা রায় এবং দীপক অধিকারীর লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসোয়ান বাংলায় ভুয়ো জবকার্ড নিয়ে কোনও তথ্য দেননি। তাহলে এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন কীসের ভিত্তিতে দাবি করছেন মনরেগা প্রকল্পে বাংলায় ২০ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড পাওয়া গিয়েছে? প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সাংসদরা। রীতিমতো থমকে যান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রসঙ্গ পাল্টে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি।

পাল্টা আক্রমণ শানান লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চান গত তিন বছরে বাংলা থেকে করবাবদ কত টাকা আয় করেছে মোদি সরকার। একইসঙ্গে এবারের বাজেটে বাংলার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? এই দুটি প্রশ্নেরই কোনও উত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দেশের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রী যেভাবে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাফ দাবি জানানো হয়েছে তৃণমূলের তরফে। আসলে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট রেলে বাংলার জন্য নামমাত্র বরাদ্দ শুধুই পশ্চিমবঙ্গবাসীর চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা তা অর্থমন্ত্রীর ভাষণেই স্পষ্ট।

কৃষকদের সার নিয়েও মিথ্যার বেসাতি মোদি সরকারের

প্রতিবেদন: দিনের আলোর মতো আবার স্পষ্ট হয়ে গেল, নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে কী নির্লজ্জভাবে মিথ্যার বেসাতি করে মোদি সরকার। মিথ্যে কথা বলা মোদি সরকারের পুরনো স্বভাব। এবার সার নিয়েও মিথ্যা তথ্য দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল কেন্দ্র। পদর্ফাঁস হল মোদি সরকারের। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ কীর্তি আজাদই সরকারের এই মিথ্যাচারকে সামনে আনলেন। রাসায়নিক এবং সার বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনস্থ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান কীর্তি আজাদ এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে। এই চিঠিতেই মোদি সরকারের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ। বাংলা-সহ একাধিক রাজ্য যেখানে প্রাপ্য রাসায়নিক সার পাচ্ছে না, সেখানে কৃষি মন্ত্রক তথ্য দিয়ে জানাচ্ছে, তারা নাকি সার সরবরাহ করেও উদ্বৃত্ত সার মজুত রাখতে সক্ষম হয়েছে। মিথ্যাচারের পালা এতদিন পর্যন্ত মোদির সরকারের মন্ত্রী, নেতাদের ভাষণে সীমাবদ্ধ ছিল। এবার যে তা লিখিত তথ্যেও চলে এসেছে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীর্তি আজাদ।

বাংলার তথ্য তুলে ধরে তৃণমূলের বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের সাংসদ জানান, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে বাংলা থেকে ডাই-অ্যামোনিয়ান ফসফেটের যে পরিমাণ দাবি করা হয় কেন্দ্রের কাছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ বরাদ্দ করা হয়। বাংলা পায় ৫৭,৫১০ মেট্রিক টন। একইভাবে ২ লক্ষ মেট্রিক টন এনপিকে দাবি করা হলে বাংলাকে বরাদ্দ করা হয় ১.৬ লক্ষ মেট্রিক টন। শুধুমাত্র বাংলা নয়, সাংসদের দাবি, একইভাবে বঞ্চিত একাধিক রাজ্য। তারাও কেন্দ্রের কৃষি মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে বকেয়া সারের দাবি জানিয়েছেন।

ঠিক এই তথ্যের পাল্টা মিথ্যা তথ্য সংসদের রাসায়নিক ও সার বিষয়ক কমিটির সদস্য কীর্তি আজাদের প্রশ্নের উত্তরে জানায় কৃষি মন্ত্রক। তারা জানায়, ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গোটা দেশের সারের চাহিদা ছিল ৩৫.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। তার তুলনায় কেন্দ্রের কাছে মজুত সার ছিল ৩৮.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলে বছর শেষে সব রাজ্যকে সরবরাহ করে কেন্দ্রের কাছে উদ্বৃত্ত থাকে ৯.০৫ মেট্রিক টন। সেখানেই পর্দাফাঁস কেন্দ্রের মিথ্যাচারী সরকারের।

কেন মুছে ফেলা হল তথ্য?
সুপ্রিম কোর্টের ধমক কমিশনকে

প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতের নির্দেশ কেন অমান্য করল নির্বাচন কমিশন? এই প্রশ্নের মুখে গভীর অস্বস্তিতে কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন ইভিএম-এর তথ্য যাচাই করার। তার জন্য ডাকার কথা ছিল কোনও নিরপেক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে। অথচ সেই নির্দেশ ভেঙেই তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পদক্ষেপে কার্যত অবাক প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর ডিভিশন বেঞ্চ। কোনওভাবেই তথ্য মোছা বা নতুন তথ্য যোগ করা যাবে না যাচাই করার সময়, স্পষ্ট নির্দেশ আদালতের। নির্বাচনে ইভিএম কারচুপির অভিযোগের শুনানিতে মঙ্গলবার অভিযোগকারী এডিআর-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায়। সেই অভিযোগের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট প্রশ্ন করে, কেন মুছে ফেললেন তথ্য?

প্রধান বিচারপতি এদিন মামলার পর্যবেক্ষণে জানান, আদালতের উদ্দেশ্য ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে। যিনি নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে কোনও প্রশ্ন উঠলে তথ্য সহ জানাবেন কোনও তথ্য বিকৃতি হয়নি বা মেমরি ও মাইক্রো-চিপ থেকে কোনও তথ্য নষ্ট করা হয়নি। এটাই নির্দেশ ছিল। তাহলে কেন তথ্য মোছা হল? নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা এত বিস্তারিত পদ্ধতি চাইনি। কোনও তথ্য মুছবেন না বা কোনও তথ্য যোগ করবেন না, স্পষ্ট নির্দেশ প্রধান বিচারপতির।

মুসলিম মহিলার কাছে বিক্রি নিয়ে প্রশ্ন সম্পত্তি সিল করা হল মোদিরাজ্যে

প্রতিবেদন : অদ্ভুত যুক্তি মোদিরাজ্যের প্রশাসনের। একজন হিন্দু মহিলা সালাবতপুরা এলাকার একটি সম্পত্তি এক মুসলিম মহিলাকে বিক্রি করেছিলেন বলে সেই সম্পত্তি সিল করে দিলেন সুরাট জেলার কালেক্টর। তাঁর অজুহাত, এই ক্রয়-বিক্রয় ডিস্টার্ব এরিয়া আইন লঙ্ঘন করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা গিয়েছে তীব্র বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে এর যৌক্তিকতা নিয়ে।

মহাকুম্ভের পথে বিহারে হামলা ট্রেনে, ভাঙল এসি কোচের জানালা

প্রতিবেদন: সড়কপথের মতো রেলেও ক্রাউড ম্যানেজমেন্টে ডাহা ফেল মোদি সরকার এবং যোগী প্রশাসন। তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা তো করতে পারলই না রেল, রক্ষা করতে পারল না নিজেদের সম্পত্তিও। প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল যাত্রী নিরাপত্তাকেও। মহাকুম্ভের পথে বিহারে মধুবনীতে ব্যাপক ভাঙচুর হল ট্রেনে। মহাকুম্ভে পুণ্যার্থী টেনে ব্যবসা করতে কোনও কসুর করেনি যোগী সরকার থেকে কেন্দ্রের সরকার। চরম অব্যবস্থায় সেখানে প্রতিদিন লেগে রয়েছে দুর্ঘটনা। সেই সঙ্গে চরম ভোগান্তির শিকার পুণ্যার্থীরা। ট্রেনে টিকিটের দামের জেরে বিশেষ ট্রেন দিলেও তাতে সওয়ার হতে পারছেন না পুণ্যার্থীরা। ফলে সংরক্ষিত ট্রেনেই জোর করে উঠে পড়লেন তাঁরা।

ফলে নিত্যদিন দুর্ভোগে সাধারণ এক্সপ্রেস ট্রেনযাত্রীরা। একের পর এক এসি কোচেও হামলা জায়গা না-পাওয়া ক্রুদ্ধ পুণ্যার্থীদের।

বিহারের মধুবনী স্টেশনে ট্রেনে উঠতে না পেরে সংরক্ষিত এসি কামরার কাচ ভেঙে ফেললেন যাত্রীরা। মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য স্বতন্ত্র সেনানী এক্সপ্রেসে ওঠার চেষ্টা করছিলেন শ'য়ে শ'য়ে যাত্রী। তবে ট্রেনটি তখনই ভিড়ে ঠাসা। ট্রেনে উঠতে না পেরে বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা এসি কামরার কাচের জানলায় আঘাত করতে শুরু করে। স্বতন্ত্র সেনানী এক্সপ্রেসের এসি কামরাগুলি ভরা ছিল। তাই দরজা খুলতে বাধা পাচ্ছিল তারা।

ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পাথর ছোঁড়ার ফলে ট্রেনের জানালার কাচ ভেঙে গিয়েছে এবং সেটি ট্রেনের ভেতরে থাকা যাত্রীদের ওপর পড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রী ও ভেতরের যাত্রীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। বিহারের মধুবনী স্টেশন ছেড়ে ট্রেনটি এগিয়ে গেলেও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ ছিলই।

জাতীয় সংসদের নির্বাচন করানোয় গড়িমসির অভিযোগ তুলে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিল বিএনপি। এবার খালেদা জিয়ার দল সরাসরি ঢাকার ৩২ ধানমন্ডি-সহ দেশের বিভিন্ন অংশে হামলার ঘটনায় ইউনুসের সরকারকে নিশানা করল

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৭৪.৫১৪ কিমি অরক্ষিত

দেবের প্রশ্নে সংসদে ব্যর্থতা স্বীকার কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : জলাভূমি এবং ভূমিধসপ্রবণ এলাকাগুলির মতো ভূখণ্ড, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) থেকে আপত্তি, সীমিত কাজের মরশুম এবং জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থল-সীমান্তে আংশিকভাবে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীর (দেব) এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ জানতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের সাথে স্থল-সীমান্তে বেড়া দ্বারা আচ্ছাদিত নয় এমন এলাকার মোট দৈর্ঘ্যের বিবরণ

এবং স্থল সীমান্তে বেড়া না দেওয়ার কারণ সম্পর্কে। এর উত্তরে মোদি সরকার স্বীকার করে নিয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অপারগতার কথা। কেন্দ্রের বক্তব্যেই স্পষ্ট, সীমান্তে বেড়া না দেওয়ার ব্যর্থতার দায় বিজেপি সরকারেরই।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪০৯৬.৭০ কিমি। বাংলাদেশের সাথে স্থল-সীমান্ত ভাগ করা রাজ্যগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ (২২১৬.৭ কিমি), অসম (২৬৩ কিমি), মেঘালয় (৪৪৩ কিমি), ত্রিপুরা (৮৫৬ কিমি) এবং মিজোরাম (৩১৮ কিমি)। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৮৬৪.৪৮২ কিমি দৈর্ঘ্য এলাকায় এখনও বেড়া দেওয়া বাকি রয়েছে

১৭৪.৫১৪ কিমি দৈর্ঘ্য এলাকায়। কেন্দ্রের সাফাই, সেখানে বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না জলাভূমি এবং ভূমিধসপ্রবণতার কারণে। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা পুরোপুরি অসুরক্ষিত।

দেশে মৃত্যুদণ্ডের সাজা কতজনের, সর্বশেষ তথ্য জানা নেই কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : সারা দেশের কারাগারে কতজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি আছে, তার সাম্প্রতিকতম তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে নেই। দেশজুড়ে প্রশাসনিক কাজকর্মে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারের কথা বলে ঢাক পেটানো মোদি সরকারের কাছে সাম্প্রতিকতম তথ্য চাওয়ার পর পাওয়া গেল দু'বছর আগের তথ্য। মঙ্গলবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) জানতে চেয়েছিলেন, ২০২৪-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা কত? কতজনের মৃত্যুদণ্ড এখনও মুলতুবি রয়েছে এবং ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য

সংসদে পুরনো হিসাব পেশ মন্ত্রীর

আবেদনকারী দোষীর সংখ্যা কত। এই প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয়কুমার যে তথ্য দিয়েছেন তা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২-এর। অর্থাৎ ডিজিটাল যুগেও এই সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জেনে উঠতে পারেনি মোদি সরকার।

তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানিয়েছেন, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) প্রকাশিত সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর,২০২২ পর্যন্ত রাজ্যগুলির কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামির মোট সংখ্যা ৫২৭ জন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কারাগারে আছে ১৭ জন। অর্থাৎ দেশজুড়ে মোট ৫৪৪ জন। এর মধ্যে সবথেকে বেশি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামির সংখ্যা উত্তরপ্রদেশে, ৯৫ জন। সংখ্যা অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে আছে গুজরাত, ৪৯ জন। পশ্চিমবঙ্গের জেলে আছে ২৬ জন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামিদের কতজন করুণার আবেদন জানিয়েছে বা বিবেচনাধীন আছে, তার কোনও তথ্য কেন্দ্রের কাছে নেই।

এবার ট্রাম্পের পথেই স্টার্মার?

ব্রিটেনে অভিবাসীদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি

প্রতিবেদন : এবার কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পথে হাঁটছেন কিয়ের স্টার্মার? বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের শেকল বেঁধে, হাতকড়া পরিয়ে তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এবার দেখা যাচ্ছে নিজের দেশের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের চাপে সেই পথে হাঁটা শুরু করলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারও।

এর আগে এই ইস্যুতে প্রথম তৎপর হয়েছিলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। গত নির্বাচনেও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল দেশের অবৈধ অনুপ্রবেশ নীতি। ক্ষমতায় এসে এবার অবৈধ অনুপ্রবেশ নীতি বিল আকারে এনেছে লেবার পার্টি। সেই মতো অনুপ্রবেশকারীদের উপর যথেচ্ছ বলপ্রয়োগ করতে পারে ব্রিটিশ পুলিশ। পার্লামেন্টে বিল পাশের পরই দেখা যাচ্ছে প্রথম কোপ পড়া শুরু হয়েছে ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপর। আমেরিকা থেকে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দের ফেরানোর প্রক্রিয়ার মাঝে ব্রিটেনের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রিটেনে সম্প্রতি পাশ হওয়া বর্ডার্স বিলে বলা হয়েছিল, সীমান্তে নতুন নীতি ও অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে বর্ডার সিকিউরিটি, অ্যাসাইলাম অ্যান্ড ইমিগ্রেশন বিল এনে চলতি অপরাধ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন কিয়ের স্টার্মার। এই নীতি অনেকটাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের মতো হলেও সেখানে প্রথমে নিকটবর্তী আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলিকে টার্গেট করা হয়েছিল, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত জলপথে অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে। আর স্টার্মার নিজের ভারত-বিরোধিতা তুলে ধরলেন ইংল্যান্ডের ভারতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তল্লাশি শুরু করে।

মূলত ভারতীয় রেস্তোরাঁ, নেলবার, মুদিখানা, গাড়ি ধোয়ামোছার কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে তল্লাশি চালানো শুরু হয়। বলা বাহুল্য সর্বত্র এখন বেআইনি বসবাসকারী খুঁজে পাচ্ছে স্টার্মারের পুলিশ। জুলাই মাস থেকে অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতারি ৩৮ শতাংশ বেড়েছে বলেও দাবি করা হয় প্রতিরক্ষা দফতর সূত্রে। আমেরিকা থেকে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ফেরার পরে এবার ইংল্যান্ডের পালা, আশঙ্কা রাজনীতিক বিশ্লেষকদের। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে স্টার্মার প্রশাসন ট্রাম্পের অনুকরণে অনুপ্রবেশকারীদের সারিবদ্ধ বন্দিদশার ছবি, ভিডিও প্রকাশ করছে। যা কার্যত আতঙ্ক তৈরি করছে অভিবাসী ভারতীয়দের মনে।

শহিদ ২ জওয়ান

প্রতিবেদন : আবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জম্মু-কাশ্মীর। এবার জম্মু-কাশ্মীরের আখনুর কেঁপে ওঠে জঙ্গিদের আইইডি বিস্ফোরণে। এর জেরে ২ সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আখনুর সেক্টরের লালেয়ালি মঙ্গলবার কেঁপে ওঠে। আইইডি বিস্ফোরণের তদন্ত শুরু করেছেন সেনা আধিকারিকরা। ওই অঞ্চলে আর কোনও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে কি না, সে বিষয়ে সেনা জওয়ানরা জোরদার তল্লাশি চলছে।

লোকসভা-রাজ্যসভায় জনকল্যাণে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদরা

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)

■ বাংলার উপকূলবর্তী গ্রামগুলোর উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থ কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে কি? মানুষের পুষ্টির জন্য মাছের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই সব এলাকা খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা জরুরি।

মিতালি বাগ (লোকসভা)

■ বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য একশো দিনের কাজে বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে।

প্রতিমা মণ্ডল (লোকসভা)

■ জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে মাতলা হল্ট স্টেশনে ট্রেনের স্টপেজ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

জুন মালিয়া (লোকসভা)

■ অবিলম্বে পাশ করাতে হবে প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস্ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২২। প্রাণীদের উপর ক্রমাগত বেড়ে চলা নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই এই বিল অবিলম্বে পাশ হওয়া জরুরি।

সায়নী ঘোষ (লোকসভা)

■ শিয়ালদহ ডিভিশনে সোনারপুর-ক্যানিং শাখায় চম্পাহাটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের দ্রুত অনুমোদন দিতে হবে। এই কাজ সম্পন্ন হলেই কলকাতা শহরতলির রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে।

মহঃ নাদিমুল হক (রাজ্যসভা)

■ করনীতিতে সমতা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে কেন্দ্রকে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে এই পদক্ষেপ জরুরি।

মৌসম নুর (রাজ্যসভা)

■ বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের যে পথ খুলে দিল কেন্দ্র, তাতে বিদেশি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ন্যূনতম শর্ত রাখা হচ্ছে কি? কোনও বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে কি? সবচেয়ে বড় কথা, এই ধরনের সংস্থাগুলি যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্র।

সাকেত গোখেল (রাজ্যসভা)

■ চিকিৎসক-রোগীর অনুপাত আর বৃদ্ধি করতে হবে ই-সঞ্জীবনী প্ল্যাটফর্মে। টেলিকলে ডাক্তারদের যাতে সহজেই পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে কেন্দ্রকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যদি খুব দাঁতব্যথা হয় এবং সেই মুহূর্তে চিকিৎসকের কাছে যাবার উপায় না থাকে তা হলে বরফের প্যাক লাগান বা হালকা গরমজলে নুন দিয়ে কুলকুচো করুন

স্টেথোস্কোপ

দাঁতের যত্নে

দাঁতব্যথা হেলাফেলার নয় কারণ রোগগ্রস্ত দাঁত থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে সুস্থ দাঁতেও। তাই দাঁতের স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে পালিত হয় জাতীয় দাঁতব্যথা দিবস। কেন হয় দাঁতে ব্যথা? প্রতিরোধ করবেন কীভাবে? লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝেন এমন মানুষ কমই রয়েছেন তাই দিনে দিনে বাড়ছে দাঁতের সমস্যা। তাই দাঁতের বিভিন্ন রোগ এবং দাঁতের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ফেব্রুয়ারি মাসে পালিত হয় ন্যাশনাল টুথএক ডে বা জাতীয় দাঁতব্যথা দিবস। শুধু দাঁত নয়, মুখের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতেও দিনটি পালন করা হয়।

কী কী করা যেতে পারে এই দিনটায়। অভিজ্ঞ ডেন্টিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের দাঁতের সমস্যাগুলিকে জানা এবং বোঝা। সেই সঙ্গে দাঁতের যত্ন এবং দাঁতব্যথা প্রতিরোধ সম্পর্কে জানা।

দাঁতব্যথা কী

দাঁতের সবচেয়ে ভেতরের স্তরটি হল ডেন্টাল পাল্প যা সংবেদনশীল স্নায়ু এবং রক্তনালি দিয়ে তৈরি। এই অংশে প্রদাহ শুরু হলে তখন দাঁতে ব্যথা হয়। দাঁতের ভেতরে এবং আশেপাশে ব্যথা অনুভূত হয় বা অস্বস্তি হতে থাকে। ব্যথা হালকা থেকে তীব্র হতে পারে এবং কখনও একটানা বা কখনও মাঝে-মাঝেও হতে পারে। দাঁতের স্নায়ুমূলে জ্বালাপোড়া হয়। দাঁতব্যথা আসলে একটি উপসর্গ যা থেকে বোঝা যায় যে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে তখন অবিলম্বে চিকিৎসক বা ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া জরুরি।

দাঁতব্যথার উপসর্গ

- **কম্পনজনিত ব্যথা**
হালকা থেকে তীব্র একটানা কম্পনজনিত বা তীব্র ব্যথা।
- **সংবেদনশীলতা**
গরম বা ঠান্ডা খাবার খেলে বা সাধারণ তাপমাত্রার জল খেলেও দাঁতে সংবেদনশীলতা বা সেনসিটিভিটি অনুভূত হয়।
- **অস্বস্তি**
দাঁত বা চোয়ালে সাধারণ অস্বস্তি, চাপ, অথবা মৃদু ব্যথা। ওই দাঁতে চাপ দিলে বা ওই পাশ দিয়ে খাওয়াদাওয়া করলে ব্যথার অনুভূতি।
- **দাঁতফোলা**
আক্রান্ত দাঁতের চারপাশের মাড়ি এমনকী মুখও ফুলে যেতে পারে। দাঁতের ভেতরে বা চারপাশে একটা মৃদু টান ও হালকা অনুভূতি সেই সঙ্গে ব্যথা।

দাঁতব্যথার কারণ

দাঁতব্যথার সবচেয়ে সাধারণ একটি কারণ হল এনামেলের ক্ষয় এবং সেই কারণে তৈরি হওয়া গর্ত। এছাড়া দাঁতে আঘাত লাগা, গর্ত, দাঁতের সংবেদনশীলতা, দাঁতের ফিলিং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং মাড়ির রোগ ইত্যাদি কারণও রয়েছে।

দাঁতে গর্ত বা ক্যাভিটি

দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে গেলে দাঁতে ছোট গর্ত তৈরি হয় সেটাই হল ক্যাভিটি। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে দাঁতের ব্যথা শুরু হবার আগেই কিন্তু চিকিৎসা করা সম্ভব। কিন্তু যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে গর্তগুলি খুব যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে এবং আপনার দাঁতের ক্ষতি করতে পারে। খাবার চিবিয়ে খাওয়ার সময় যদি আপনি তীব্র ব্যথা অনুভব করেন, তাহলে এটি দাঁতের ব্যথার লক্ষণ হতে পারে।

ফিলিং যখন ফেল

দাঁতের ফিলিং বা ক্রাউন কোনও কারণে আলগা হয়ে গেলে বা ভেঙে গেলে ডেন্টিনের মুখ খুলে যায় তখনই দাঁতে সংবেদনশীলতা হয় এবং ব্যথা শুরু হয়। ব্যাকটেরিয়া ধীরে ধীরে দাঁতের নিচের দিকে এগতে থাকে। তাই ফিলিং আলগা হলে বা ফিল করার পরেও ব্যথা থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দাঁতে ফোড়া

দাঁতের ফোড়া বা পেরিয়াপিকল অ্যাবসেস দাঁতব্যথার অন্যতম কারণ। দাঁতের স্নায়ু কাজ করা বন্ধ করে দিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দাঁতে ফোঁড়া হয়। ফোঁড়া সংক্রমিত হয়ে পুঁজ হয় এবং আশপাশে ছড়িয়ে যায়। ওই অংশ ফুলে যায়। সময়মতো চিকিৎসা না করালে এই ফোঁড়াই মারাত্মক হতে পারে।

এনামেল ক্ষয়

দাঁতের এনামেলের ক্ষয় হলে ডেন্টিন বা দাঁতের ভিতরের স্তরটি খুলে যায় যা দাঁতে সেনসিটিভিটি তৈরি করে। দাঁত অরক্ষিত এবং দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে দাঁতের ব্যথা শুরু হয়। সেই ব্যথা তীব্রতর হতে থাকে।

সংবেদনশীলতা

দাঁতের ভিতরের স্তর অর্থাৎ ডেন্টিনের মুখ খোলা থাকলে দাঁত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে এবং ব্যথা হয় তবে তা স্থায়ী হয় না কিছুক্ষণ পরে কমে যায়। এই সেনসিটিভিটি খুব গরম বা ঠান্ডা কিছু খেলে বা জল খেতে গিয়ে, ব্রাশ করতে গিয়েও হতে পারে। যদি দাঁত সংবেদনশীল হয় তবে খুব গরম বা ঠান্ডা খাবার, পানীয় এড়িয়ে চলুন, নরম ব্রাশ ব্যবহার করুন। সেনসিটিভ দাঁতের জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করুন।

দাঁতফাটা

দাঁত যদি কোনও আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কোনও কারণে ফেটে যায় তাহলে তাকে বলে ক্র্যাকড টুথ সিনড্রোম। ফাটল ছোট হলে খুব বেশি ক্ষতি হয় না কিন্তু ঠিকমতো ব্যবস্থা না নিলে ব্যথা হতে পারে অন্য দাঁতেও ফাটল ধরতে পারে।

আক্কেল দাঁত

আক্কেল দাঁত বা থার্ড মোলার এটা হল স্থায়ী দাঁতের একবারে শেষ সেটের দাঁত। যেটা পরে বেরয় এবং পর্যাপ্ত জায়গা পায় না। ফলে বেড়ে ওঠার সময় ব্যথা হয় এবং খাবারের অংশবিশেষ আটকে যন্ত্রণা শুরু হয়। এ থেকে মাড়িতেও সংক্রমণ হয় পাশের দাঁত ক্ষয়ে যায় খুব ব্যথা বা যন্ত্রণা হয়। এছাড়া সাইনোসাইটিস জিঞ্জিভাইটিস, পেরিওডনটাইটিস ইত্যাদির দাঁতের রোগের কারণেও দাঁতের যন্ত্রণা হয়।

দাঁত সুস্থ রাখতে

- আমাদের মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি বা ওরাল হেল্থ মেনে চলা জরুরি। ডেন্টাল চেক-আপ করান।
- দিনে দুবার ব্রাশ এবং ফ্লস করুন এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল মাউথওয়াশ ব্যবহার করুন।
- ভিটামিন বি, সি, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে শরীরে থাকে।
- চিনিযুক্ত খাবার বা পানীয়, মিষ্টি এগুলো কম খান। খেলে ভাল করে মুখ ধুয়ে নিন।

রাজস্থান রয়্যালসের নেটে ব্যাট হাতে নেমে পড়লেন ব্রিটিশ গায়ক এড শিরান

গম্ভীরকে তোপ জাহিরের

দল নিয়ে অতিরিক্ত পরীক্ষা ডোবাতে পারে

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি একদিনের সিরিজ ইতিমধ্যেই পকেটে পুরে ফেলেছে ভারত। যদিও কোচ গৌতম গম্ভীরের দল নিয়ে অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খুশি নন জাহির খান। প্রাক্তন পেসার কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, এতে ক্রিকেটাররা নিরাপত্তাহীনতার শিকার হতে পারেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তিনে নেমেছিলেন শুভমন গিল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে যশস্বীকে দল থেকেই ছেঁটে ফেলা হয়! রোহিতের সঙ্গে ওপেন করেন শুভমন। দু'টি ম্যাচেই ব্যাটিং অর্ডারে কে এল রাহুলের আগে পাঠানো হয় অক্ষর প্যাটেলকে। একটা ম্যাচ খেলার পরেই কুলদীপ যাদবকে বিশ্রাম দিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলানো হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মূল স্কোয়াডে না থাকা বরুণ চক্রবর্তীকে।

দল নিয়ে গম্ভীরের এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা মেনে নিতে পারছেন না জাহির। তিনি বলছেন, ''টিম ম্যানেজমেন্ট বলতেই পারে, দলের সব জায়গায় বিকল্প তৈরি রয়েছে। প্রথম দু'জনের জায়গা পাকা। বাকিদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। কিন্তু অতিরিক্ত পরীক্ষা হলে তার একটা নেতিবাচক প্রভাব দলের মধ্যে প্রভাব ফেলে। ক্রিকেটাররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। সেটি নিশ্চয়ই কোচ চাইবেন না। কারণ এতে আখেরে দলেরই ক্ষতি। তাই এমন পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকা উচিত।''

প্রাক্তন ভারতীয় পেসার আরও বলছেন, ''কোচ হিসাবে রাহুল দ্রাবিড় ও গৌতম গম্ভীরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। কে ভাল বা কে খারাপ, আমি সেই প্রসঙ্গে যেতে চাই না। আসল কথা হল, ক্রিকেটাররা কোচের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে কিনা। এটা দেখার দায়িত্ব দলের সিনিয়র ক্রিকেটার, কোচ, নির্বাচক প্রত্যেকের। টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতিটি সিদ্ধান্তের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা উচিত।''

গম্ভীরকে নিশানা করেছেন আরেক প্রাক্তন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্তও। তাঁর মন্তব্য, কে এল রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ছেলেখেলা করছে গম্ভীর। রাহুলের জন্য খারাপ লাগছে। পাঁচ নম্বরে ওর রেকর্ড কত ভাল! অথচ দুটো ম্যাচেই ওর আগে অক্ষর প্যাটেলকে পাঠানো হল! রাহুল তো বলই পাচ্ছে না। এতে ওর আত্মবিশ্বাস কমতে বাধ্য।''

দোহা ডায়মন্ড লিগ দিয়ে ফিরছেন নীরজ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : আগামী মে মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগ। আর এই টুর্নামেন্ট দিয়েই নতুন বছরে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ফিরতে চলেছেন নীরজ চোপড়া। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা গত মাসেই বিয়ে করেছেন। নতুন জীবনে পা রাখার পর, এটাই নীরজের প্রথম টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে দোহা ডায়মন্ড লিগে ৮৮.৬৭ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুঁড়ে প্রথম স্থানে শেষ করেছিলেন নীরজ। গতবার অবশ্য ৮৮.৩৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন।

মঙ্গলবার জাতীয় অ্যাথলেটিক্স কোচ রাধাকৃষ্ণন নায়ার জানিয়েছেন, নীরজ দোহা ডায়মন্ড লিগে খেলবে। ও এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার পোচেস্ট্রুমে কোচ ইয়ান জেলেনির কাছে ট্রেনিং করছে।'' প্রসঙ্গত, যাঁর কোচিংয়ে নীরজ দুটো অলিম্পিক পদক জিতেছেন, সেই ক্লস বার্তোনিজের সঙ্গে গত বছরের শেষ দিকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। নতুন কোচ হিসাবে নিয়ে এসেছেন জেলেনিকে। যিনি আবার টানা তিনবার (১৯৯২, ১৯৯৬ এবং ২০০০ সাল) অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন। জ্যাভলিনের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা পাঁচটি থ্রোয়ের মধ্যে তিনটিই জেলেনির। চারবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন তিনি।

অন্যদিকে, নীরজ এখনও ৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর সেরা থ্রো ২০২২ সালে স্টকহোম ডায়মন্ড লিগে ৮৯.৯৪ মিটার। প্যারিস অলিম্পিকে সোনা হাতছাড়া হওয়ার পর নীরজের পাখির চোখ সেপ্টেম্বরে টোকিওতে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। একই সঙ্গে ৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যও মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।

৩৬তম সোনা আডবানির

ইন্দোর, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভারতের অন্যতম সেরা তারকা পঙ্কজ আডবানি জাতীয় প্রতিযোগিতায় কেরিয়ারের ৩৬তম সোনা পাশাপাশি দশম স্নুকার খেতাবও জিতলেন। ইন্দোরে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ব্রিজেশ দামানির বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও বাজিমাত করেন আডবানি। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে ফের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসন্ন এশীয় এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে নামার যোগ্যতা অর্জন করলেন একাধিক বিশ্বখেতাবজয়ী ৪০ বছরের ভারতীয় তারকা। ওএনজিসি-র হয়ে নেমে ফাইনাল রাউন্ডে দামানির বিরুদ্ধে ২-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছিলেন আডবানি। সেখান থেকে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনে রুদ্ধশ্বাস লড়াই জিতে নেন ৫-৪ ফলে। আডবানি বলেন, ''প্রায় ছিটকেই গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ৪৮ রাউন্ডে ফিরে আসতে পেরেছি। ভাল লাগছে যে বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারে আবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারব।''

রোনাল্ডো আল নাসেরেই

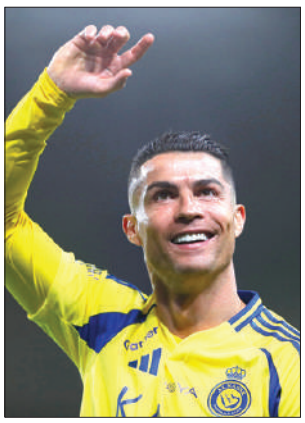

রিয়াধ, ১১ ফেব্রুয়ারি : আরও একটা মরশুম আল নাসেরেই থাকছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ২০২৩ সালে দু'বছরের চুক্তিতে সৌদি ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন সিআর সেভেন। সেই চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী জুনে। তবে আগেই আল নাসেরের নতুন চুক্তিতে সই করতে চলেছেন রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগের এক কর্তা সাংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রোনাল্ডোর নতুন চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

আল নাসের ক্লাবের একটি সূত্র জানিয়েছে, ক্রিশ্চিয়ানো এখনও চুক্তিপত্রে সই করেনি। তবে নতুন চুক্তির শর্ত দেখে সম্মতি দিয়েছে। আপাতত ওর সঙ্গে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি করা হচ্ছে। সদ্য চল্লিশে পা দেওয়া রোনাল্ডো আল নাসেরের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত ৯০ ম্যাচে ৮২ গোল করেছেন। গত বছরের আগস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ মহাতারকা জানিয়েছিলেন, তিনি আল নাসেরে খেলেই অবসর নিতে চান। তবে অবসরের আগে রোনাল্ডোর টার্গেট এক হাজার গোল করা। যা পূরণ করতে এখনও চাই আরও ৭৬টি গোল।

জিতল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা

কারাকাস, ১১ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব ২০ লাতিন আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপে জয় পেল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। আর এই জয়ের সুবাদে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে চিলিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করে নিল দুই দল। ব্রাজিল ৩-১ গোলে হারিয়েছে প্যারাগুয়েকে। এদিকে, কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। তিন ম্যাচ শেষে দুই দলেরই পয়েন্ট ৯। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে শীর্ষে রয়েছে ব্রাজিল। শুক্রবার রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে ১৫ মিনিটেই গুস্তাভো প্রাদোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল। দু'মিনিট পরেই রায়ান রোচা ২-০ করেন। প্যারাগুয়ে এরপর ব্যবধান কমালেও, ৭৮ মিনিটে আলিসন সান্তানার গোলে জয় নিশ্চিত করে ব্রাজিল। অন্যদিকে, কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার একমাত্র গোলটি করেছেন ইয়ান সুবিয়াব্রে।

ফিট জকোভিচের চোখ শততম এটিপি খেতাবে

দোহা, ১১ ফেব্রুয়ারি : চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালের মাঝপথেই ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে চোট সারিয়ে নোভাক জকোভিচ এখন সম্পূর্ণ ফিট। মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম আসরের হতাশা ভুলতে ৩৭ বছর বয়সি সার্ব টেনিসে তারকার পাখির চোখ এবার কেরিয়ারের ১০০তম এটিপি খেতাব জয়। আর সেই লক্ষ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা দোহা কাতার ওপেনে।

২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জকো এখনও পর্যন্ত ৯৯টি এটিপি খেতাব জিতেছেন। কাতার ওপেন জিতলে জিমি কোনর্স (১০৯টি) এবং রজার ফেডেরারের (১০৩টি) টেনিসে ইতিহাসের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে ১০০টি এটিপি খেতাব জয়ের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পরপর দু'বার কাতার ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়া জকোভিচ বলছেন, ''দোহার কোর্টে নামার তর সইছে না। পায়ের পেশিতে এখন কোনও সমস্যা নেই। বলতে পারেন, আমি প্রায় ১০০ শতাংশ ফিট। দোহাতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শততম এটিপি খেতাবের স্বাদ পেতে মুখিয়ে রয়েছি।''

এটিরি র‍্যাঙ্কিংয়ের সাত নম্বর থাকা জকোভিচ আরও বলেছেন, ''এর আগে দোহায় দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এখানে খেলতে আমি ভালবাসি। আশা করি, কেরিয়ারের শততম এটিপি ট্রফিটাও এখানেই জিতব।'' সার্ব টেনিস তারকা আরও জানিয়েছেন, এখনই অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। বরং আরও কিছু গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতাই তাঁর লক্ষ্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

12 February, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বুধবার

সবধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর কেকেআরের প্রাক্তনী তথা সৌরাষ্ট্রের ব্যাটার শেলডন জ্যাকসনের

জিমন্যাস্টিক্সে রুপো প্রণতির

প্রতিবেদন : উত্তরাখণ্ডে ৩৮তম জাতীয় গেমসে মঙ্গলবার সোনা না এলেও জিমন্যাস্টিক্স থেকে তিনটি রুপো এল বাংলার ঘরে। অল রাউন্ড আর্টিস্টিক্স জিমন্যাস্টিক্সে ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো পেলেন প্রণতি দাস। অন্যদিকে অ্যাক্রোবেটিক পেয়ার ও ট্রায়োর দলগত বিভাগে বাংলার মেয়েরা জোড়া রুপো পেয়েছেন। মেয়েদের টিমে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ, রিম্পা দেবনাথ, স্নেহা দেবনাথ, সঙ্গিতা বিশ্বাস ও স্নেহা মণ্ডল।

শিলংয়ে জোড়া ম্যাচ ভারতের

প্রতিবেদন : মানোলো মার্কুয়েজের ভারতীয় ফুটবল দল আগামী মাসে শিলংয়ে জোড়া আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে। ২৫ মার্চ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচটি আগেই শিলংয়ে হওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেত পেয়েছিল ফেডারেশনের তরফে। তার ছ'দিন আগে ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিরুদ্ধে গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচটিও শিলংয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রথমবার সেখানে ভারতীয় ফুটবল দল আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে চলেছে। মেঘালয়ের রাজধানীতে ম্যাচ ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে। শিলং ফুটবলের শহর। এবারই প্রথম আইএসএলের ম্যাচ আয়োজিত হচ্ছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড সেখানে তাদের হোম ম্যাচ খেলছে। এবার জাতীয় দলের ম্যাচ ঘিরেও উৎসাহ আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতা

বিদেশি নির্বাচনে বড় গলদ, সরব প্রাক্তনরা

প্রতিবেদন : মরশুম আসে, মরশুম যায়—আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য বদলায় না। আরও একটা ব্যর্থ আইএসএল মরশুম শেষ করতে চলেছে দল। ক্ষোভের আগুন লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে। তাঁদের আবেগ নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে। সমর্থকদের মতোই আইএসএলে ধারাবাহিক ব্যর্থতা নিয়ে সরব ক্লাবের প্রাক্তনরাও।

শহরে আসার পরই কুঁচকির চোটে কাবু সেলিস।

আসিয়ানজয়ী দেবজিৎ ঘোষ একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলছেন, ''ইস্টবেঙ্গলে অনেক সমস্যা। কোনও পরিকল্পনাই নেই। বিদেশি রিক্রুটমেন্ট ঠিকঠাক হয়নি। দলে এত চোট সমস্যা কেন? ট্রেনার, ফিজিও, মেডিক্যাল টিম কী করছে? আগে ক্লাব কর্তারা দল চালিয়েছে। রেজাল্ট কি এত খারাপ ছিল? একবার পুরোপুরি ক্লাব কর্তাদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে দেখুক ইনভেস্টর। মোটা টাকার মাইনে দিয়ে একজন সিটিও (চিফ টেকনিক্যাল অফিসার) রেখে লাভ কী! এখন যে সিটিও রয়েছে ওর কাজকর্ম নিয়ে সন্দেহ আছে। আমার তো মনে হয় ওর কোনও যোগ্যতাই নেই।''

লাল-হলুদের ঘরের ছেলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গলায় শুধুই হতাশা। তাঁর কথায়, ''ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে আর এক কথা বলতে ভাল লাগে না। খারাপ লাগে সমর্থকদের কথা ভেবে। আমার তো মনে হয় এবার ভাবার সময় এসেছে সবার। আমাদের সময় হলে মাঠে নামতে পারতাম না। এবার ভাল কিছু আশা করেছিলাম। সেটাও হল না।'' আর এক প্রাক্তনী ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, ''প্রধান সমস্যা বিদেশি রিক্রুটমেন্টে। কারা কীভাবে প্লেয়ার আনছে কে জানে!'' ইনভেস্টর ইমামির তরফে বিভাস আগরওয়াল বলছিলেন, ''সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ম্যানেজমেন্ট। তারা বলতে পারবে কোথায় সমস্যা হচ্ছে। আমরা টেকনিক্যাল টিমের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করি না। আশা করি, মরশুমের শেষটা আমরা ভাল করতে পারব।'' এদিকে, দলের গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে বেশি গোল না পাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছেন, ''কেরলে সতীর্থরা আমাকে ভাল চিনত। এখানে আমাদের বোঝাপড়াটা সেই জায়গায় পৌঁছয়নি।''

গুরবক্সকে সংবর্ধনা শ্রাচী স্পোর্টসের

প্রতিবেদন : প্রথমবার হকি ইন্ডিয়া লিগে অংশ নিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রাচী রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স। মঙ্গলবার ময়দানের হকি বেঙ্গল তাঁবুতে বিজয়োৎসবে ছিল চাঁদের হাট। প্রাক্তন অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিংকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে সংবর্ধনা দেওয়া হল শ্রাচী স্পোর্টস ও হকি বেঙ্গলের তরফে।

হকি ইন্ডিয়া লিগে শ্রাচী রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গুরবক্স। তিনি বলেন, ''কলকাতার টিমের এই সাফল্য বাংলার হকির উন্নতিতেও সাহায্য করবে।'' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হকি বেঙ্গলের সভাপতি মন্ত্রী সুজিত বসু, তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাতিল, শ্রাচীর কর্ণধার রাহুল টোডি, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিওএ

গুরবক্স সিংকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন মন্ত্রী সুজিত বসু, সন্দীপ পাতিলরা। মঙ্গলবার।

সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত এবং ময়দানের তিন প্রধানের কর্তা-সহ বিশিষ্টরা।

ডায়মন্ড হারবারের চিঠি আইএফএ-কে

ওয়াকওভার ইস্টবেঙ্গলকে?

প্রতিবেদন : কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ল। ডায়মন্ড হারবার এফসি মঙ্গলবার আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল, আই লিগ টু এবং আরএফডিএলের সূচির কারণে ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ খেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ডায়মন্ড হারবার সেদিন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দল না নামালে আইএফএ-র নিয়মানুযায়ী ওয়াকওভার পাবে ইস্টবেঙ্গল।

ডায়মন্ড হারবারের সহ-সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''আমাদের ১৩ তারিখ কোনওভাবেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আরএফডিএল-এর ম্যাচ রয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি আই লিগ টু-র ম্যাচ রয়েছে আমাদের। এত ব্যস্ত সূচির মধ্যে ১৩ তারিখ ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। কিন্তু আইএফএ এমনভাবে পুরো ব্যাপারটা তুলে ধরছে যেন আমরা ফুটবলটা খেলতে চাইছি না। এটা তো ঠিক নয়। আমরা চাইছি, দুটো দলের সুবিধার্থেই যেন ম্যাচটা হয়। কেউ একজন যেন বাড়তি সুবিধা না পায়। আমাদের সময় দেওয়া হোক, ফুটবলাররা যাতে বিশ্রাম নিয়ে খেলতে পারে। তাহলে আমরা খেলব। আইএফএ আমাদের চিঠিতে লিখেছে, কলকাতা লিগে রেজিস্ট্রেশন থাকা ডায়মন্ড হারবারের কোন খেলোয়াড় আরএফডিএলে কত গেম টাইম পেয়েছে। এটা দেখা তো আইএফএ-র দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।''

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, ''ডায়মন্ড হারবার লিগের খেতাবি লড়াইয়ে আছে। ওদের তাই ম্যাচটা খেলা উচিত। জিতলে ওরা চ্যাম্পিয়ন হবে। ম্যাচ কোনওভাবে আর পিছোনো সম্ভব নয়। ডায়মন্ড হারবার দল না নামালে ওয়াকওভার পাবে বিপক্ষ দল।''

রাহানে-শার্দূলে শেষ চারে মুম্বই

সেঞ্চুরির পর রাহানে। মঙ্গলবার ইডেনে

প্রতিবেদন : অধিনায়ক আজিঙ্ক রাহানের সেঞ্চুরি, শার্দূল ঠাকুরের ম্যাচে ৯ উইকেট এবং রোস্টন ডায়াসের পাঁচ উইকেটের সৌজন্যে ইডেন গার্ডেন্সে চারদিনেই হরিয়ানাকে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে চলে গেল রেকর্ড ৪২বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। সেমিফাইনালে তাদের সামনে বিদর্ভ। এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১৯৮ রানে হারায় তামিলনাড়ুকে।

মঙ্গলবার ইডেনে ম্যাচের চতুর্থ দিন সকালে ৪ উইকেটে ২৭৮ রান নিয়ে খেলা শুরু করে মাত্র ৬১ রান যোগ করেই দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় মুম্বই। তৃতীয় দিন ৮৮ রানে অপরাজিত থাকা রাহানে শতরান পূর্ণ করেন। মুম্বই অধিনায়ক ১০৮ রান করে আউট হওয়ার পরই দ্রুত ইনিংস শেষ হয় তাদের। মুম্বই থামে ৩৩৯ রানে। শিবম দুবের অবদান ৪৮ রান। হরিয়ানার অনুজ ঠাকরাল ৪ উইকেট নেন।

জয়ের জন্য হরিয়ানার সামনে ৩৫৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখে মুম্বই। তবে শার্দূল ও বাঁ-হাতি পেসার রোস্টন ডায়াসের দাপটে হরিয়ানার দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় ২০১ রানে। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট পাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ৩ উইকেট ভারতীয় অলরাউন্ডারের। তবে দিনের নায়ক ডায়াস। ৫ উইকেট তাঁর ঝুলিতে। ম্যাচের সেরা শার্দূল।

রাজকোটে অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে গুজরাট এক ইনিংস ও ৯৮ রানে সৌরাষ্ট্রকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠল। কেরল ও জম্মু-কাশ্মীর ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে গুজরাট।

টেস্ট দলে ফেরার স্বপ্ন এখনও বেঁচে

বলছেন রাহানে

প্রতিবেদন : জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন এখনও দেখেন। মঙ্গলবার সাফ জানালেন আজিঙ্ক রাহানে। এদিন ইডেনে হরিয়ানার বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে অনবদ্য সেঞ্চুরির পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুম্বই অধিনায়ক বলেন, ''আমি খুব ভাল ফর্মে রয়েছি। মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টেও ভাল ব্যাট করেছিলাম। রঞ্জিতেও আগের ম্যাচগুলোতে রান পেয়েছি। নিজের ব্যাটিং নিয়ে আমি খুশি।''

প্রায় দু'বছর হয়ে গেল টেস্ট দলের বাইরে রাহানে। ৩৬ বছর বয়সী ডানহাতি মুম্বইকর শেষবার ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছিলেন সেই ২০২৩ সালের জুলাইয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। যদিও তিনি বলছেন, ''জানি না ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে। তবে টেস্ট দলের ফেরার স্বপ্নটা এখনও বেঁচে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হোক বা ঘরোয়া ক্রিকেট, সব সময় নিজের ১০০ ভাগ উজাড় করে দিয়েছি। সব সময় বিশ্বাস করেছি, সঠিক স্পিরিট মেনে ক্রিকেট খেলা উচিত। ক্রিকেটের প্রতি টান এখনও সেই প্রথম দিনের মতোই রয়েছে।'' চলতি বছরের জুনে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে ভারত। রাহানে বলছেন, ''হাতে এখনও অনেক সময় রয়েছে। এই মুহূর্তে আমার পুরো ফোকাস মুম্বইকে ঘিরে। এবার রঞ্জি সেমিফাইনাল খেলব। সেই ম্যাচেই আপাতত পুরো মনঃসংযোগ করতে চাই।''

বুমরাহীন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আর রোনাল্ডোকে ছাড়া বিশ্বকাপ সমার্থক, মন্তব্য স্টিভ হার্মিসনের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকেই গেলেন বুমরা

বাদ যশস্বীও

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি হল! চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা হচ্ছে না জসপ্রীত বুমরার। মঙ্গলবার রাতে টুর্নামেন্টের ১৫ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বুমরার বদলে দল ঢুকেছেন তরুণ পেসার হর্ষিত রানা। এছাড়া বাদ পড়েছেন যশস্বী জয়সওয়ালও। বাঁ হাতি ওপেনারের জায়গায় নেওয়া হয়েছে রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে। বুমরাকে নিয়ে সংশয় থাকলেও, যশস্বীর বাদ যাওয়া অপ্রত্যাশিত ছিল। এই দুটি বদল ছাড়া বাকি দল অপরিবর্তিত রয়েছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে ফিট হয়ে ওঠার লড়াই চালাচ্ছিলেন বুমরা। বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা সংবাদ সংস্থাকেজানিয়েছিলেন , ''এসিএ-তে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ রজনীকান্ত শিভাঙ্গনম ও ফিজিও তুলসীরাম যুবরাজের তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করছে বুমরা। বোর্ডের চিকিৎসক নীতীন প্যাটেল বুমরার প্রতিটি মুহূর্তের দিকে কড়া নজর রাখছেন। সেই সঙ্গে জাতীয় দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই এবং ফিজিও কমলেশ জৈন নিয়মিত বুমরার খোঁজ নিচ্ছেন। প্রতিদিনের তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর, কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মার কাছে।'' অর্থাৎ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুমরাকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে বিসিসিআই। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বোর্ডের মেডিকেল টিম জানিয়ে দেয়, এই পরিস্থিতিতে বুমরার পক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলাটা বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে। ফলে বাধ্য হয়েই বুমরার বিকল্প হিসাবে হর্ষিতের নাম ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, বরুণকে টিম ম্যানেজমেন্ট এই টুর্নামেন্টের জন্য চাইছিল। তাই কোপ পড়ল যশস্বীর ঘাড়ে।

আজ নজরে বিরাট, হোয়াইটওয়াশও

আমেদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডকে ৩-০ হোয়াইটওয়াশ করে মরুদেশে পা রাখতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। বুধবার আমেদাবাদের মোতেরা স্টিডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ একদিনের ম্যাচ। রোহিত শর্মাদের কাছে সুযোগ জয়ের ছন্দ ধরে রেখে দুবাইগামী বিমানে ওঠার। কটক জয়ে একটা কাঁটা সরে গিয়েছে অধিনায়ক রানে ফেরায়। চিন্তার মেঘ যেটুকু রয়েছে সেটা বিরাট কোহলিকে নিয়ে। আমেদাবাদে বিরাট রান পেয়ে গেলে দ্বিগুণ আত্মবিশ্বাস বুকে নিয়ে মিনি বিশ্বকাপ জয়ের মিশনে যেতে পারবে মেন ইন ব্লু।

আমেদাবাদে ভারত ফিরল ঠিক ৪৪৮ দিন পর। ২০২৩-এ মোতেরায় ১৯ নভেম্বরের সেই রাত হৃদয় ভেঙেছিল ভারতবাসীর। বিশ্বকাপ হারানোর যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন ক্রিকেটাররা। মোতেরায় পা দিয়ে নিশ্চয় তা মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। তবে এই ভারত অতীত মাথায় রাখে না। বরং বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জয়ের বীরগাথা লিখেই ভক্তদের খুশি করার চেষ্টা করতে চাইবে রোহিত ব্রিগেড।

ভারতীয়দের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিপর্ব ভালভাবে শেষ হবে যদি আমেদাবাদে শেষ ওয়ান ডে-ও দল জেতে এবং বিরাট রানে ফেরে। অনুশীলনে সেভাবে ভুল করছেন না। প্রচুর নির্ভুল শট খেলছেন। কিন্তু ম্যাচে এসে ক্রিজে বেশিক্ষণ থাকতে পারছেন না। যোগরাজ সিংয়ের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারের পরামর্শ, নেটে ২০০০-৩০০০ বল খেলুক বিরাট, তাহলেই পুরনো ছন্দ ফিরে পাবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে রানে ফেরার শেষ সুযোগ বিরাটের।

রোহিত সেঞ্চুরিতে জবাব দিয়েছেন। মোতেরায় বিরাটের রানে ফেরার আশায় ভক্তরা। প্রথম ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি। কটকে দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র ৫ রান করেছেন। আমেদাবাদে যদি মার্ক উড, আদিল রশিদদের বিরুদ্ধে বিরাটের ব্যাট চলে, তাহলে আরও এক নতুন মাইলফলক গড়ে ফেলতে পারেন। ৮৯ রান করতে পারলে ক্রিকেট ইতিহাসের মাত্র তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ১৪ হাজার রানের কীর্তি গড়বেন। টপ অর্ডারে পরপর দুই ম্যাচেই রান করেছেন শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ার। নিয়মরক্ষার তৃতীয় ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালকে খেলানো হয় কি না দেখার। বোলিং নিয়ে খুব একটা অস্বস্তি না থাকলেও মহম্মদ শামি, হর্ষিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়ারা একটু বেশিই রান খরচ করছেন। নিশ্চয় এই ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। স্পিন বিভাগে দুরন্ত ছন্দে রবীন্দ্র জাদেজা। অক্ষর প্যাটেল ব্যাটে-বলে ছন্দে। কুলদীপ যাদবকে কটকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে শেষ ম্যাচে ফেরানো হয় কি না দেখার। শামি দুটো ওয়ান ডে-ই খেলেছেন। চোট সারিয়ে ফেরা তারকা পেসারকে শেষ ম্যাচে বিশ্রাম দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তরতাজা রাখার ভাবনাও থাকতে পারে থিঙ্ক ট্যাঙ্কের। ইংল্যান্ড চাইছে শেষ ম্যাচটা জিতে নিজেদের উজ্জীবিত করে পাকিস্তানে পা রাখতে। কিন্তু বাটলারদের 'বাজবল' কৌশল এখানে কাজ করছে না ভারতের বোলিং বৈচিত্রের কারণে। টিম কম্বিনেশন ও রণকৌশলে বদল এনেই হয়তো ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তা খুঁজে বের করতে চাইবেন বাটলাররা।

কোহলি এখনও বিশ্বের এক নম্বর, দাবি গেইলের

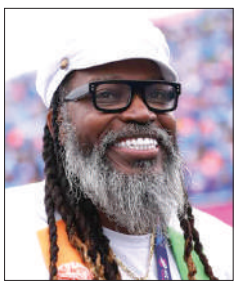

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : সাম্প্রতিক কালে একেবারেই ফর্মে নেই। অনেক দিন হয়ে গেল, বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে কোনও বড় রানের ইনিংস আসেনি। যদিও ক্রিস গেইল সাফ জানাচ্ছেন, বিরাট এখনও বিশ্বের সেরা ব্যাটার।

মঙ্গলবার গেইল বলেন, ''ফর্ম যাই হোক না কেন, বিরাট এখনও বিশ্বের এক নম্বর। পরিসংখ্যানই এর প্রমাণ দিচ্ছে। ক্রিকেটের সব ক'টা ফরম্যাটে ধারাবাহিকভাবে রান করেছে। অনেকগুলো সেঞ্চুরি করেছে। আমার কাছে বিরাট-ই সেরা।'' প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান ওপেনার আরও বলেছেন, ''প্রত্যেক ক্রিকেটারের কেরিয়ারে খারাপ সময় আসে। আমারও এসেছিল। বিরাটও এই মুহূর্তে খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি নিশ্চিত, খুব দ্রুত বিরাট ফর্মে ফিরবে।''

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সবথেকে বেশি রান করার রেকর্ড রয়েছে গেইলের দখলে। যদিও তিনি জানাচ্ছেন, এবারের টুর্নামেন্টেই তাঁর রেকর্ড ভেঙে দেবেন বিরাট। গেইলের বক্তব্য, ''আমার রেকর্ড ভাঙতে সম্ভবত বিরাটের আর ২০০ রানের দরকার। খুব সহজেই আমাকে টপকে যাবে ও। জানি না, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত কটা ম্যাচ শেষ পর্যন্ত খেলবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, বিরাট একটা সেঞ্চুরি হাঁকাবে। অনায়াসে আমাকে

টপকে নতুন রেকর্ড গড়বে। বলতে পারেন, আমার রেকর্ড ভাঙা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র।''

এদিকে, দীর্ঘদিন পর রানে ফিরেছেন রোহিত শর্মা। একই সঙ্গে একদিনের ক্রিকেটে সবথেকে বেশি ছয় মারার যে রেকর্ড গেইল গড়েছিলেন, তা ভেঙে দিয়েছেন কটকে। গেইল বলছেন, ''রোহিতকে অভিনন্দন। একদিনের ক্রিকেটে ও-ই এখন ছক্কার নতুন রাজা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে রোহিত ফর্মে ফেরা ভারতের জন্য দারুণ খবর।'' তাঁর সংযোজন, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেই। আমি এর জন্য হতাশ। তবে দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে। বিশ্বের সেরা আটটি ক্রিকেট খেলিয়ে দল এতে অংশ নিচ্ছে। আমি খুব খুশি যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আবার ফিরেছে।''

রোহিত ফর্মে থাকলে, ভারতই কাপ জিতবে

বলছেন আজহার

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : কটকে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফর্মে ফিরেছেন রোহিত শর্মা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন সাফ জানাচ্ছেন, সঠিক সময়ে রানে ফিরেছেন রোহিত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হিটম্যান এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে, ভারতই কাপ জিতবে।

এই প্রসঙ্গে আজহারের বক্তব্য, ''সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিত ম্যাচ উইনার। আমি ওকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যদি রোহিতের ব্যাট ক্লিক করে যায়, তাহলে আমরাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতব। এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নেই। একেবারে সঠিক সময়ে রোহিত রানে ফিরেছে।''

কটকে সেঞ্চুরি করার পথে শচীন তেন্ডুলকরের ওপেনার হিসাবে একদিনের ক্রিকেটে মোট রানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন রোহিত। আজহার বলছেন, ''রোহিত ক্লাস প্লেয়ার। যেদিন খেলবে, সেদিন বিশ্বের কোনও বোলিং আক্রমণ ওকে রুখতে পারবে না। কটকে সত্যিই অসাধারণ ব্যাট করেছে। আর রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য। শচীনের রেকর্ড টপকে যাওয়ার জন্য ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও রোহিতকে সেরা ফর্মে দেখতে মুখিয়ে আছি।'' রোহিতের অবসর প্রসঙ্গে আজহারের বক্তব্য, ''এটা রোহিতকেই ঠিক করতে দিন। ওর মাপের খেলোয়াড় জানে, অবসরের সঠিক সময় কোনটা।''